পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 344 Thursday, 19 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৪৪ সংখ্যা ✱ ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বেলুড় মঠ থেকে জয়রামবাটী পর্যন্ত শুরু হল এসি বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৮ নভেম্বরঃ ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং পর্যটকদের যাতায়াত আরও আরামদায়ক ও সুগম করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক নতুন বাস পরিষেবার সূচনা করা হল। বুধবার (১৮ নভেম্বর) বেলুড় মঠ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন এসি ভলভো সরকারি বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। কামারপুকুরের ওপর দিয়ে চলাচলকারী এই বিশেষ বাসে রয়েছে আধুনিক শৌচাগারের ব্যবস্থাও।



পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে বেলুড় মঠ থেকে বাসটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। অন্যদিকে, জয়রামবাটী থেকে ফিরতি বাস ছাড়বে বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে। বেলুড় মঠ থেকে সরাসরি এই রুটে জয়রামবাটী পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা। ভাড়ার ক্ষেত্রে জানানো হয়েছে, সরাসরি রুটে বেলুড় মঠ থেকে জয়রামবাটীর টিকিটের দাম পড়বে ২২০ টাকা এবং যদি বাসটি উচালন-বেঙ্গাই হয়ে যায়, তবে ভাড়া হবে ২৬৫ টাকা। রাজ্য সরকারের 'বিনামূল্যে বাসযাত্রা' প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী, মহিলারা এই এসি বাসেও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। এছাড়া উদ্বোধনী দিন অর্থাৎ বুধবারের এই যাত্রার দিনটিতে সমস্ত যাত্রীদের জন্যই বাসটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভ্রমণের সুযোগ দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী। যাত্রীরা যাতে সহজেই টিকিট কাটতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম-এর সরকারি ওয়েবসাইট থেকে ঘরে বসেই অনলাইনে এই বাসের টিকিট বুক করা যাবে। বেলুড় মঠ ও কামারপুকুর-জয়রামবাটির মতো পবিত্র তীর্থক্ষেত্রগুলিকে সরাসরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের মাধ্যমে যুক্ত করার এই পদক্ষেপে খুশি সাধু-সন্ত থেকে শুরু করে সাধারণ পুণ্যার্থীরাও।

মুছে গেল স্বাস্থ্য সাথীর নাম ও নিশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় থাকাকালীন তৈরি করেছিলেন স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। তবে এবার পালা বদল হয়েছে। আর সরকার বদলাতেই রইল না স্বাস্থ্য সাথীর নাম ও নিশান। নতুন সরকার আসার পর যে দু'টি স্বাস্থ্য বীমা চালু করেছে। তার মধ্যে একটি হল মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা। আর একটি হল কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত। অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে কেন্দ্রের এই প্রকল্প বাংলায় চালু করা হয়নি। তবে, পুরনো সরকারের 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্প বন্ধের পর এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের থেকেও উঠে গেল স্বাস্থ্য সাথী নামটাই। স্বাস্থ্য ভবনে দ্বিতীয় ভবনের নাম ছিল 'স্বাস্থ্য সাথী'। গত সরকারের আমলে দেওয়া সেই ভবনের নাম হল 'স্বাস্থ্য ভবন-২'। এই ভবনে রয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি দফতর। শুধু তাই নয়, নতুন সরকারের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর ঘরও রয়েছে এখানে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, ''একটা স্বাস্থ্য দফতরের দু'খানা বিল্ডিং। এটা এক আর অন্যটা দুই, এটাই তো নাম। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প চালু হয়েছে। আমরা কিন্তু 'আয়ুষ্মান ভারত' ভবন নাম দিইনি। প্রশাসন প্রচণ্ড স্বচ্ছ। আলাদা করে কোনও প্রাণীকে বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। পিছনে আরও একটি বিল্ডিং উঠছে। সেটার নাম স্বাস্থ্য ভবন ১-২-৩ যেমন নাম হয় হবে।''

সাংবাদিক বৈঠকে সোনিয়ার বই ছিঁড়লেন শিন্ডে সেনার নেতারা

বালাসাহেবের ছবি ছিঁড়ে বিপত্তি বাড়ালেন শাইনা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৭ নভেম্বরঃ কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলঙ্গিং'-এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে রীতিমতো হাস্যকর পরিস্থিতিতে পড়ল একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ভুলবশত খোদ দলের প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরের ছবিই ছিঁড়ে ফেললেন শিন্ডে সেনার নেত্রী শাইনা এনসি! আর এই ঘটনাকে হাতিয়ার



করেই এবার আসরে নেমেছে উদ্ধব ঠাকরে শিবির ও কংগ্রেস। সম্প্রতি সোনিয়ার এই স্মৃতিকথাটিতে বীর সাভারকারকে অবমাননা করা হয়েছে এবং ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে, এই অভিযোগে বুধবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে প্রতিবাদের ডাক দেয় শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শাইনা এনসি, সঞ্জয় নিরুপম ও আনন্দ দুবের মতো হেভিওয়েট নেতারা। বইয়ের লেখার প্রতিবাদ হিসেবে তাঁরা ওই বইয়ের পাতা ছিঁড়তে শুরু করেন এবং প্রকাশনা সংস্থা হার্পার কলিন্সকে ২০১ ও ৪৪৩ নম্বর পাতার নির্দিষ্ট অংশ বাদ দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু পাতা ছেঁড়ার হুড়োহুড়িতে ঘটে বিপত্তি। শাইনা এমন একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলেন, যেখানে দেখা যাচ্ছিল খোদ ঠাকরে চপ্পল দিয়ে কংগ্রেস নেতা মণি শঙ্কর আইয়ারের কুশপুতুলের উপরে মারছেন। সাংবাদিক বৈঠকে পাশে থাকা সঞ্জয় ভুল ধরিয়ে দিলে শাইনা দ্রুত সেই ছেঁড়া ছবি কাগজের নিচে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। যদিও পরে সেনার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ওই ছবিতে যাঁকে দেখা গেছে, তিনি ঠাকরে নন। তিনি আসলে মণি শঙ্কর আইয়ার। শাইনা নিজেও পরে সাফাই দিয়ে জানান যে, তিনি মণি শঙ্করেরই ছবি ছিঁড়েছেন, ঠাকরের নয়। আসলে শিন্ডে সেনার নেতারা এই ছবিটা এনেছিলেন উদ্ধব ঠাকরের শিবিরকে আক্রমণ করতে। তাঁদের যুক্তি ছিল, বালাসাহেব জীবদ্দশায় যে কংগ্রেসের চরম বিরোধী ছিলেন, সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই এখন হাত মিলিয়েছে উদ্ধব সেনা। ২০০৪ সালের ২৭ আগস্ট সাভারকারকে নিয়ে মণি শঙ্করের আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদেই খোদ ঠাকরে শিবাজি পার্কে এসে নিজের হাতে চপ্পল দিয়ে আইয়ারের কুশপুতুলে মেরেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ছবি দিয়েই উদ্ধবদের খোঁচা দিতে চেয়েছিল শিন্ডে শিবির। এই কাণ্ডের পরেই বিএমসি-তে তুলকালাম শুরু হয়ে যায়। উদ্ধব সেনার কর্পোরেটররা শাইনার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন এবং দল থেকে তাঁর বহিস্কারের দাবি জানান।

● এরপর ৬ পাতায়...

নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই ভোটার তালিকায় নাম!

সোনিয়ার বিরুদ্ধে মামলায় পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের আগেই বেআইনিভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগে প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশের কাছে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট তলব করল দিল্লির আদালত। বুধবার রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বিনোদ যোশী এই নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বৈভব চৌরাসিয়া এই অভিযোগটি খারিজ করে দিয়েছিলেন। তবে ২১ সেপ্টেম্বর বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনে সেই খারিজের নির্দেশ রদ করে দেন। বিশেষ বিচারকের পর্যবেক্ষণ ছিল যে, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বা বিএনএসএস-এর বিধান অনুযায়ী, কোনও এফআইআর দায়েরের আবেদনের নিষ্পত্তি করার আগে ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত পুলিশের থেকে রিপোর্ট চাওয়া এবং তদন্তকারী আধিকারিকের বক্তব্য শোনা। পূর্ববর্তী নির্দেশে সেই আইনি প্রক্রিয়া মানা হয়নি এবং যথাযথ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ না করেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে বিশেষ বিচারক তা বাতিল করে দেন। উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বরের রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে, ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য কংগ্রেস নেত্রী জাল নথিপত্র তৈরি করেছিলেন, এমন মামলা প্রতিষ্ঠা করার মতো জোরালো প্রমাণের অভাব রয়েছে। তাঁর মতে, প্রতারণা বা জালিয়াতির আইনি উপাদানগুলি প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া কেবল ভিত্তিহীন দাবির ওপর নির্ভর করে কোনও আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য অভিযোগ দাঁড় করানো যায় না। অন্যদিকে, অভিযোগকারীর আইনজীবী বিকাশ ত্রিপাঠী তাঁর আর্জিতে সোনিয়ার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, সোনিয়া গান্ধি ১৯৮৩ সালের ৩০ এপ্রিল ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করলেও ১৯৮০ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপাঠী আরও দাবি করেছেন যে, ১৯৮২ সালে ভোটার তালিকা

● এরপর ৬ পাতায়...

'সংরক্ষণ কেড়েছিলেন মমতা'

জনজাতিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী, প্রশাসনিক বৈঠকে হস্টেল ওয়ার্ডেনদের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৮ নভেম্বরঃ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারে রাজ্য সরকারের জনজাতি উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত গৌরব দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফের বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান। পাশাপাশি জনজাতি সমাজের অধিকার রক্ষা এবং উন্নয়নের পক্ষে কড়া বার্তাও দেন তিনি। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে জনজাতি ভাইবোনদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁদের উন্নয়নের সমস্ত প্রকল্পের দায়িত্ব এবার থেকে সরাসরি রাজ্য সরকার গ্রহণ করবে। শিক্ষা সংক্রান্ত স্কলারশিপ থেকে শুরু করে হোস্টেল অনুদান এবং বাবা সাহেব আম্বেদকর জনজাতি সমাজকে যে সংরক্ষণের অধিকার দিয়েছিলেন, তা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে সেই অধিকার নানাভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকারের আমলে সরকারি চাকরিতে এসটি বা তফশিলি উপজাতি সংরক্ষণ সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সেই



বিষয়টি তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করবেন বলে জনজাতি সমাজকে আশ্বস্ত করেছেন। পাশাপাশি ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট বা তফশিলি উপজাতি শংসাপত্র ইস্যু করার চক্রের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, অতীতে যত ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি হয়েছে, তার সব বাতিল করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে একটিও ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট বেআইনিভাবে ইস্যু করা না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসন কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। জনজাতির প্রকৃত পাওনাদার ও যোগ্য প্রার্থীরা যাতে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা সুনিশ্চিত করতেই সরকার এই জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে বলে জানান তিনি। এদিন আলিপুরদুয়ারের সরকারি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি আদিবাসী পড়ুয়াদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নিজে মাঠে নেমে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে হস্টেলে থেকে যে সমস্ত জনজাতি পড়ুয়ারা পড়াশোনা করে, তাদের দৈনন্দিন থাকা এবং খাওয়ার মান কেমন রয়েছে, তা তিনি সরাসরি যাচাই করেন। উল্লেখ্য, এর আগে হুল দিবসে বাঁকুড়ার এক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আদিবাসী আবাসিক পড়ুয়াদের খাওয়াদাওয়ার মাসিক ভাতা বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগে যেখানে আবাসিকরা মাসে মাত্র ১,৮০০ টাকা করে পেতেন, বর্তমান সরকার সেই ভাতা বাড়িয়ে ৩,৩০০ টাকা করেছে। সরকারের তরফে বাড়ানো এই অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দের প্রকৃত সুফল আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো পাচ্ছে কি না, আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই তা সরেজমিন খতিয়ে দেখেন তিনি। আলিপুরদুয়ারের লোকনাথপুর গার্লস হস্টেলে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী নিজে সরাসরি ওয়ার্ডেনদের থেকে হস্টেলের সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ নেন।

● এরপর ৬ পাতায়...

'বাংলাকে ইউপি-গুজরাত বানাব, কারও বাপের হিম্মত থাকলে আটকাক'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ পশ্চিমবাংলায় এনকাউন্টার চলবে বলে জানিয়ে দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সেইসঙ্গে কোনও রাখঢাক না-করে দিলীপের হুঙ্কার, দরকারে পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশ (ইউপি), গুজরাত হবে। যার না-পোষাবে, সে যেন বাংলাদেশে চলে যায়। ছ'মাস হয়েছে রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে। বিচারবিভাগের উপর আস্থা না-রেখে কেন এই পন্থা তা নিয়ে



বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সেই প্রসঙ্গেই বুধবার দিলীপ বলেছেন, ''প্রয়োজন হলে আরও অনেক কিছুই হবে। শুধু এনকাউন্টার কেন? বুলডোজার চলছে কিনা? পুর সমাজ, রাজনীতির অপরাধীকরণ হয়ে গেছে। তাকে ঠিকঠাক করতে আইন কাজ করছে, পুলিশ কাজ করছে।'' দিলীপের বক্তব্য, সারা বিশ্বে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এনকাউন্টার হচ্ছে। তাঁর কথায়, ''যাদের কব্জির জোর নেই তারা করে না। তারা অপরাধীদের সঙ্গে সমঝোতা করে। আমাদের সরকার তা করবে না।'' বিভিন্ন প্রেক্ষিত তুলে সমাজমাধ্যমে অনেকেই পশ্চিমবাংলার নিজস্ব সত্ত্বা বুলুণ্ঠিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন। কারও কারও দাবি, পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে উত্তরপ্রদেশ

● এরপর ৬ পাতায়...

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে 'জুতো মারো' স্লোগান!

পাল্টা উজবুক কটাক্ষ বিমানের

এসএফআই-এবিভিপির বই-যুদ্ধে তপ্ত বইপাড়া!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ বইয়ের স্টল ঘিরে এসএফআই ও এবিভিপির সংঘাতে বুধবারও উত্তপ্ত কলেজ স্ট্রিট। বই বিক্রিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া বিতর্ক এদিন আরও তীব্র আকার নেয়। এসএফআইয়ের স্টল নিয়ে আপত্তি জানিয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। দুই ছাত্র সংগঠনের মুখোমুখি অবস্থান, স্লোগান-পাল্টা স্লোগান এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতিতে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় বইপাড়ায়। দুপুরে এবিভিপিও রাস্তায় টেবিল পেতে বই বিক্রি শুরু করলে অবরোধ উঠে যায়। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। কলেজ স্ট্রিটে বই বিক্রির অস্থায়ী স্টল তৈরিতে পুলিশ ও সিআরপিএফ বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ তোলে এসএফআই। এর প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিটে রাস্তা অবরোধ করেন সংগঠনের সদস্য-সমর্থকেরা। পুলিশের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও অবরোধ না ওঠায় ধরপাকড় শুরু হয়। এসএফআইয়ের অভিযোগ, অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের স্টল করতে দেওয়া হয়নি, উল্টে সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার সকালেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নতুন করে অস্থায়ী স্টল তৈরি করে এসএফআই। আগের জায়গা থেকে খানিকটা সরিয়ে ছাউনি ছাড়াই টেবিল পেতে বই বিক্রির অনুমতি মিলেছিল। স্টল ঘিরে গার্ডরেল বসিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুলিশ। কিন্তু বেলা বাড়তেই সেই ব্যারিকেড সরিয়ে স্টলের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে এবিভিপি সদস্যরা। তাঁদের দাবি, রাষ্ট্রবিরোধী আদর্শের প্রচার তাঁরা হতে দেবেন না। পাশাপাশি এসআরএফটিআই-এ স্বামী বিবেকানন্দকে অপমানের অভিযোগ তুলে এসএফআইয়ের স্টলের বিরোধিতা করেন তাঁরা। স্টলের ভিতরে জাতীয় পতাকা হাতে বসে থাকা এসএফআই সদস্যরা প্রশ্ন তোলে, মঙ্গলবার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তবে বুধবার কেন এবিভিপিকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না? দু'পক্ষের মাঝখানে রীতিমতো ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। অবশেষে দুপুর ১টা নাগাদ



এবিভিপিও রাস্তায় টেবিল পেতে বই বিক্রি শুরু করে। এরপর অবরোধ উঠে যায় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিন এসএফআইয়ের স্টলে যান সিপিআইএমের প্রবীণ নেতা বিমান বসু। তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক' 'জুতো মারো' স্লোগানও ওঠে। পাল্টা উজবুক কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বই বা প্রচারপত্র পোড়ানো এবং পায়ে মাড়ানোর ঘটনার নিন্দা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান। তাঁর কথায়, ''কোনও মুদ্রিত বিষয়কে এভাবে অসম্মান করা সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।'' রাষ্ট্রবাদী বই নেই বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তার জবাবে বিমান বসু স্টল থেকে ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্ত', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আগুনের পরশমণি' এবং 'ধর্মমঙ্গল কাব্য ও কাব্যশিল্প'-এর মতো একাধিক বই হাতে তুলে দেখান। বইগুলি পড়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি। পাশাপাশি শুধু বই পড়েই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের গুরুত্বও তুলে ধরেন। পাশাপাশি, পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা বা 'অ্যাপ্লায়েড' জ্ঞানের উপরও জোর দিয়েছেন প্রবীণ নেতা। সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''যাদবপুরে বুলডোজার, কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি জেতেনি। জিতেছিল বই। কলেজ স্ট্রিটেও পুলিশের প্রিজন ভ্যান জেতেনি। জিতেছে বই।'' কলেজ স্ট্রিটের ঘটনায় নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এসএফআইয়ের সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য ভিডিও বার্তায় বলেন, ''সারা পৃথিবী কলকাতার বইপাড়া কলেজ স্ট্রিটকে চেনে। দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই গত কয়েক বছর ধরে এসএফআইয়ের বুকস্টল বসছে। সেই স্টলে শুধু মার্কস বা লেনিনের বই থাকে না, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং

● এরপর ৬ পাতায়...

'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শিল্প ও বিনিয়োগের পরিবেশে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রের অন্যতম বৃহৎ সংস্থা 'ব্ল্যাকস্টোন' পশ্চিমবঙ্গে বড় মাপের বিনিয়োগ করতে চলেছে। পাশাপাশি, রাজ্যের শিল্পপতিদের ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ার প্রবণতাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এদিন ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিনের নেতৃত্বে একটি অস্ট্রেলীয় প্রতিনিধি দল সল্টলেকে রাজ্য বিজেপির দফতরে গিয়ে শমীকের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজ্যে বিনিয়োগের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য জানান, সারা ভারত এবং বিদেশ থেকে প্রবাসী ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা এখন পশ্চিমবঙ্গে আসছেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। তবে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ''যেহেতু এখানে ৪৯ বছর ধরে একটা দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই জন্য বিনিয়োগকারীরা প্রথমে পার্টি অফিসে আসছেন। কিন্তু এখানে সরকার সরকারের মতো



চলছে, পার্টি পার্টির মতো কাজ করছে। তাই আমরা তাঁদের অনুরোধ করছি- আপনারা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন। তাঁরা সেটাই করছেন।'' বড় বিনিয়োগের ইঙ্গিত দিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি জানান, ভারতবর্ষের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বড় অঙ্কের বিনিয়োগ নিয়ে আসছে 'ব্ল্যাকস্টোন'। কেবল বাইরের বিনিয়োগকারীই নন, রাজ্যের স্থানীয় শিল্পপতিরাও এখন ব্যবসা সম্প্রসারণের পথে হাঁটছেন বলে তাঁর দাবি। শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, ''পশ্চিমবঙ্গের যেসব শিল্পপতি এতদিন ব্যবসা ভিনরাজ্যে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছিলেন, সেই প্রবণতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাঁরা রাজ্য ছাড়ার মানসিকতা তৈরি করেছিলেন, তাঁরাও এখন বাংলায় ফিরে কাজ করছেন এবং খুশি। কেউ আর বাইরে যেতে রাজি নন, বরং সবাই ব্যবসা বাড়ানোর রাস্তা খুঁজছেন।'' অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়াও। অস্ট্রেলীয় প্রতিনিধিদের বক্তব্য অনুযায়ী, বাঙালিরা বুদ্ধিমান, বিশ্বমুখী, আধুনিক এবং ব্যবসায়িক মানসিকতাসম্পন্ন। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার জন্য কী

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যে কড়া আইনি পদক্ষেপ!

আইনজীবীকে আদালত অবমাননার নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বিরুদ্ধে এজলাসে দাঁড়িয়ে অবমাননাকর ও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে। এবার সেই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রবীণ সিঙ্ঘলের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার (কনটেম্পট) নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন মামলাটি শোনে। বেঞ্চ তার পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট জানায়, ''আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার যে চেষ্টা হয়েছে এবং অভিযুক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য এসসিবিএ যে আবেদন জানিয়েছে, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট প্রাথমিক কারণ রয়েছে বলে আমরা মনে করছি।'' আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে আইনজীবী প্রবীণ সিঙ্ঘলকে এই বিষয়ে নিজের বক্তব্য জানাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, মামলার পরবর্তী শুনানির দিন অর্থাৎ আগামী ২০ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে সশরীরে হাজির থাকারও কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের এই আবেদনকে পূর্ণ সমর্থন করছেন। তাঁর কথায়, আদালতের গরিমা ও মর্যাদার সঙ্গে কোনওরকম আপস করা চলে না। বেঞ্চও জানিয়েছে, এই মামলায় সলিসিটর জেনারেলের সহায়তার



প্রয়োজন রয়েছে। শুনানি চলাকালীন এসসিবিএ-র সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী প্রদীপ কুমার রাই আদালতকে জানান, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে নিজের একটি মামলার জরুরি শুনানির আর্জি জানানোর সময়ই ওই আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন প্রবীণ সিঙ্ঘল। প্রদীপবাবুর মতে, এই ধরনের আচরণ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং এমন ঘটনার ক্ষেত্রে কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এদিন আদালত চত্বরে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এসসিবিএ সভাপতি। তিনি বলেন, ''অভিযুক্ত আইনজীবী এসসিবিএ-র সদস্য নন। তবে ই

কুলগামে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই



শ্রীনগর, ১৮ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে এক জঙ্গিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পুলিশের দাবি, লতিফ নামে স্থানীয় ওই জঙ্গি এখন একটি মসজিদের ভিতরে রয়েছে। তাকে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়েও সাড়া মেলেনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে সতর্কতার সঙ্গে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।কুলগামের পুলিশ সুপার আনায়াত আলি জানান, পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর আসার পরই অভিযান শুরু হয়। অন্য নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। লতিফ যাতে আত্মসমর্পণ করে, সে জন্য প্রথম থেকেই চেষ্টা চালানো হয়েছে। ফোনে তার সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকেরা। এমনকী পুলিশ সুপার নিজেও ভিডিও কলে তার সঙ্গে কথা বলেন। দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পরেও সে আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাত ২টো ৪৫ মিনিট নাগাদ একটি মসজিদে ঢুকে গুলি চালায় সে।মসজিদের যাতে ক্ষতি না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। তাঁর কথায়, তাড়াহুড়ো করে কোনও পদক্ষেপ করতে চাইছে না বাহিনী। জঙ্গিকে আত্মসমর্পণের জন্য আরও সময় দেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত নিরাপত্তা বাহিনী। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।পুলিশ সুপারের দাবি, গত বছরের ১৮ নভেম্বর লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লতিফ। সে নিজেও উগ্রপন্থী ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। সীমান্তের ওপার থেকে নির্দেশ পেয়ে কাশ্মীরের শান্তি, পর্যটন ও অর্থনীতিতে আঘাত হানার চেষ্টা করছিল সে। এর আগে তিন থেকে চারটি হামলায় তার জড়িত থাকার অভিযোগও করেছেন আনায়াত আলি। তাঁর মতে, এই অভিযান সফল হলে ২০২৬ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যতম বড় সাফল্য হবে।

মুন্ডকার পুরনো জিনিসপত্রের গুদামে ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ৯টি ইঞ্জিন



নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ঃ দিল্লির মুন্ডকা শিল্পাঞ্চলে বুধবার ভোরে একটি পুরনো জিনিসপত্রের গুদামে আগুন লাগে। মেট্রোর ৫৭৮ নম্বর পিলারের কাছে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ন'টি ইঞ্জিন।দিল্লি দমকল বিভাগের আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে , ভোর ৫টা ১২ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর আসে। প্রথমে পাঁচটি দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় ভোর ৫টা ৪৭ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডটিকে ' ক্যাটাগরি-৪' (এমসিডি-৪) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর দমকলের ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে ন'টি করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে জিএসটি আউটরিচ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল



কলকাতা, ১৮ নভেম্বর(পিআইবি)ঃ কলকাতার কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে একটি জিএসটি আউটরিচ কর্মসূচির আযোজেন করে সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (সিজিএসটি) ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কলকাতা সাউথ কমিশনারেট। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিজিএসটি ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কলকাতা সাউথ কমিশনারেটের কমিশনার, আইআরএস, শ্রী মাধব সি. মিশ্র অতিরিক্ত কমিশনার, আইআরএস, শ্রীমতী নিকিতা এস. চন্দ্রন অতিরিক্ত কমিশনার, আইআরএস, শ্রী অজয় গৌতম যুগ্ম কমিশনার, আইআরএস, শ্রী রোহিতকুমার ভাইসারে আইআইডিএফ-এর সভাপতি ও আইএলজিপি-র চেয়ারম্যান শ্রী তপন নন্দী আইএলপিএ-র সহ-সভাপতি শ্রী আকাশ নায়ার বাণিজ্য সংগঠন ও চর্মশিল্পের প্রতিনিধিরা, করদাতারা, জিএসটি দপ্তরের আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অতিরিক্ত কমিশনার শ্রীমতী নিকিতা এস. চন্দ্রন স্বাগত ভাষণ দেন এবং কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলি তুলে ধরেন। এরপর সিজিএসটি ও সেন্ট্রঞ্চল এক্সাইজ, কলকাতা সাউথ কমিশনারেটের কমিশনার শ্রী মাধব সি. মিশ্র উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন।নিজের বক্তব্যে শ্রী মাধব সি. মিশ্র কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের গুরুত্ব তুলে ধরে একে দেশের বৃহত্তম চর্মশিল্প ক্লাস্টারগুলির অন্যতম বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা ও উদ্বেগের কথা শোনা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যেই দপ্তর শিল্পক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে এই আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০২৬ সালের ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মিশ্র বলেন, কাউন্সিল জিএসটি ২.০-এর প্রক্রিয়াগত সংস্কার, নিয়ম মেনে চলার পদ্ধতি সরলীকরণ এবং মামলা-মোকদ্দমা কমানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, কাউন্সিলের বার্তা স্পষ্ট-নিয়ম মেনে চলার প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে হবে, দ্রুত কর ফেরতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং স করদাতাদের ভয় ও আশঙ্কামুক্ত রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, দপ্তরের নজরদারি ও প্রয়োগমূলক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, এমন মামলাগুলির ওপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত।ন্ডস্কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে শ্রী মিশ্র প্রথমে কর ফেরতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচারের আওতায় কাজ করা রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীদের উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবছর নভেম্বর ১ থেকে ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচারের আওতায় কর ফেরতের পরিধি ইনপুট সার্ভিসেস পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ২০২৭ সালের এপ্রিল ১ থেকে প্ল্যান্ট ও মেশিনারির ওপর প্রাপ্ত কর-ছাড়ের ক্রেডিট ফেরতের বিষয়ে কাউন্সিলের সুপারিশের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কর ফেরতের আবেদন প্রাপ্তির স্বীকৃতি জানানোর সময়সীমা ১৫ দিন থেকে কমিয়ে ১০ দিন করা এবং রপ্তানিকারকদের অধিকাংশ যোগ্য আবেদন তিন কর্মদিবসের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপগুলি কার্যকরী মূলধনের দ্রুত পুনর্ব্যবহার ও পুনরায় ব্যবহারে সহায়তা করবে।দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল ৬৯ নম্বর ধারার অধীনে গ্রেফতার সংক্রান্ত বিধান। শ্রী মিশ্র বলেন, কাউন্সিল গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রত্যাহার, ফৌজদারি মামলা শুরু করার জন্য আর্থিক সীমা ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করা এবং ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে কোনও ডিমান্ড নোটিশ জারি না করার সুপারিশ করেছে। তিনি আরও বলেন, অত্যন্ত ছোটখাটো বিষয় ও সামান্য অঙ্কের কারণে ক্ষুদ্র ও স করদাতাদের মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে জড়ানো উচিত নয়।তৃতীয় বিষয়টি ছিল পণ্য পরিবহণ আরও নির্বিঘ্ন করা এবং প্রক্রিয়া সরলীকরণ। শ্রী মিশ্র ব্যাখ্যা করে বলেন, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের অনুমোদন সাপেক্ষেই পরিবহণের পথে থাকা পণ্য আটকানো হবে, যাতে প্রকৃত পণ্যবাহী চালান অপ্রযোজনীয় বাধা ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নিয়মিত সংশোধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদনের সুপারিশের বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন।চতুর্থ বিষয়টি ছিল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। শ্রী মিশ্র বলেন, কর্মীদের স্বাস্থ্য ও জীবনবিমার ক্ষেত্রে কর ছাড়ের ক্রেডিট দেওয়ার সুপারিশ করেছে কাউন্সিল, যা শিল্পক্ষেত্রের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এই ধরনের ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্যতা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি খতিয়ে দেখা ও নিষ্পত্তির জন্য আধিকারিকদের নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের সুপারিশের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, নিয়োগকর্তারা কর্মীদের জন্য গ্রুপ স্বাস্থ্য ও জীবনবিমার ব্যবস্থা করলে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ সহায়ক হবে। কারণ, আগে এই ধরনের ক্রেডিট পাওয়ার সুযোগ ছিল না। শ্রী মিশ্র স্পষ্ট করেন, সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন এবং বিজ্ঞপ্তি জারির পরেই বেশ কয়েকটি সুপারিশ কার্যকর হবে। এর অধিকাংশই ২০২৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।জিএসটি-র ১০ম বসরে পদার্পণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মিশ্র বলেন, করদাতা ও কর প্রশাসনের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। তিনি আশাপ্রকাশ করেন, ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলি এই ব্যবস্থাকে আরও সরল, দ্রুত ও ন্যায়সংগত করে তুলতে সহায়তা করবে। কলকাতার চর্মশিল্পের দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংস্কার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সহযোগিতার মাধ্যমে এই শিল্প ক্লাস্টার আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের উপস্থিতি সম্প্রসারিত করতে পারে। এই যাত্রায় কলকাতা সাউথ কমিশনারেট শিল্পক্ষেত্রকে নিরন্তর সহায়তা করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।ন্ডস্কমিশনারের বক্তব্যের পর যুগ্ম কমিশনার শ্রী রোহিতকুমার ভাইসারে ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে একটি কারিগরি উপস্থাপনা করেন। এতে রেজিস্ট্রেশন ও রিটার্ন, কর ফেরত, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, মামলা-মোকদ্দমা ও জরিমানা এবং পণ্য পরিবহণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। উপস্থাপনায় সরলীকৃত রেজিস্ট্রেশন ও বাতিলকরণ প্রক্রিয়া, ইনভয়েস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, রিটার্নের তথ্যের সামঞ্জস্য যাচাই, স্বয়ংক্রিয় কর ফেরত, দ্রুত স্বীকৃতি প্রদান, ১৭(৫) নম্বর ধারার অধীনে আটকে থাকা ক্রেডিটের যৌক্তিকীকরণ, ৭৩, ৭৪ ও ৭৪এ নম্বর ধারায় প্রস্তাবিত সংশোধন এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিবহণের পথে থাকা পণ্য আটকানোর বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।কারিগরি উপস্থাপনার পর করদাতা ও বাণিজ্য সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই উন্মুক্ত আলোচনায় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি, দপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণ জানার সুযোগ পান।

পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত মহিলাদের অধিক প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজনঃওম বিড়লাপঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত মহিলাদের অধিক প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজনঃওম বিড়লা



বেঙ্গালুরু, ১৮ নভেম্বর ঃ সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের আরও বেশি প্রতিনিধিত্বের আহ্বান জানালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিালা। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে 'প্রথম কমনওয়েলথ উইমেন পার্লামেন্টারিয়ানস ইন্ডিয়া রিজিওন কনফারেন্স'-এর উদ্বোধন করে তিনি জোর দিয়ে বলেন, মহিলাদের অংশগ্রহণ কেবল পঞ্চায়েত ও পুরসভার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে সংসদ এবং রাজ্যের বিধান সভাগুলিতেও সম্প্রসারিত করতে হবে।এদিনের সম্মেলনে লোকসভার অধ্যক্ষ আশা প্রকাশ করেন যে, ২০২৩ সালে প্রণীত ' শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' শীঘ্রই কার্যকর হওয়ার পথে এগোবে, যা লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করবে।তিনি উল্লেখ করেন, দেশের একাধিক রাজ্য ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছে। ওম বিালা বলেন, আইনসভা, নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ আমাদের গণতন্ত্রকে আরও বেশি সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়বদ্ধ করে তুলবে।লোকসভার অধ্যক্ষ আরও জানান, মহিলাদের কেবল সাধারণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে নয়, বরং নেতৃত্ব দান, নীতি নির্ধারণ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মহিলাদের সংবেদনশীলতা, অঙ্গীকার এবং দায়িত্ববোধ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভগবান রাম সম্পর্কে জাভেদ আখতারের প্রশংসায় ক্ষুব্ধ মৌলানা সাজিদ রশিদি

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর ঃ ভগবান রাম এবং তাঁর আদর্শের প্রশংসা করে বিপাকে গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার। রণবীর কাপুরের সিনেমা 'রামায়ণ' এবং ভগবান রামের ব্যক্তিত্ব নিয়ে লেখক জাভেদ আখতারের মন্তব্যের পর অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মৌলানা সাজিদ রশিদি তাঁর সমালোচ না করেছেন। রশিদি অভিযোগ করেন, আখতারের এই ধরনের মন্তব্য ব্যবসায়িক স্বার্থ দ্বারা চালিত। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, আখতারের নিজের নাম পরিবর্তন করে ' পাল' রাখা উচিত, যাতে তিনি হিন্দুদের সম্পূর্ণ সম্মান পেতে পারেন।মৌলানা রশিদি বলেন, জাভেদ আখতার প্রকাশ্যে নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করে আসছেন, এমতাবস্থায় ভগবান রামের প্রতি তাঁর এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তিনি বলেন, বলিউডে গান বিক্রি হয় এবং এই ধরনের বক্তব্য না দিলে তাঁর গান কে কিনবে। রশিদি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর পরিবারের যুক্ত থাকার কথাও উল্লেখ করেন এবং অভিযোগ করেন, আখতার একসঙ্গে দুটি নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তিনি আরও বলেন, তিনি তাঁর ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে গর্বিত এবং নিজের আদর্শের সঙ্গে আপস করা সঠিক মনে করেন না।উল্লেখ্য, জাভেদ আখতার ভগবান রামের প্রশংসা করে বলেছিলেন, রাম কেবল একজন ব্যক্তি নন, বরং নৈতিকতা এবং জীবনযাপনের আদর্শের প্রতীক। তাঁর মতে, ভগবান রাম প্রতিটি ধর্মের ভারতীয়দের রক্তে মিশে আছেন। তাঁর এই মন্তব্যের পরই মৌলানার এই প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে।

উদ্ধার একটি পুরনো ও মরচে ধরা হ্যান্ড গ্রেনেড

রাজৌরি, ১৮ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় উদ্ধার করা হলো একটি পুরনো ও মরচে ধরা হ্যান্ড গ্রেনেড। ঘটনাটি ঘটেছে নৌশেহারা মহকুমার ধারাত গ্রামের ধেরা পুলের কাছে মানাওয়ার নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই পুরনো এবং মরচে ধরা হ্যান্ড গ্রেনেড ।বিস্ফোরক বস্তুটির উপস্থিতি টের পেয়ে .স্থানীয় .বাসিন্দারা অবিলম্বে স্থানীয় .পুলিশ থানায় .খবর দেয় । খবর পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে

নেপালকে নতুন আকাশপথ দিতে রাজি ভারত, বালেন্দ্র শাহের সফরে চুক্তির সম্ভাবনা

কাঠমান্ডু, ১৮ নভেম্বর ঃনেপালের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নতুন বিমানপথ খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে ভারত। উত্তরাখণ্ডের বনবাসা হয়ে মহেন্দ্রনগর দিয়ে নেপালে আন্তর্জাতিক বিমান প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা এগিয়েছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের আগামী ২২ নভেম্বরের ভারত সফরে এ নিয়ে চুক্তি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছে কাঠমান্ডু।বিমানপথের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য নেপালের সংস্কৃতি, পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা সম্প্রতি নয়াদিল্লি যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন পর্যটন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব জয়নারায়ণ আচার্য, বিদেশ মন্ত্রকের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের যুগ্মসচিব গেহেন্দ্র রাজভাণ্ডারী এবং নেপাল অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক মুকেশ ডাঙ্গোল।ভৈরহওয়া, নেপালগঞ্জ, মহেন্দ্রনগর ও জনকপুর দিয়ে আন্তর্জাতিক বিমান প্রবেশের অনুমতি দীর্ঘদিন ধরেই চেয়ে আসছে নেপাল। দিল্লিতে সাম্প্রতিক বৈঠকের পর মহেন্দ্রনগর দিয়ে বিমান চলাচলের বিষয়ে ভারতের মনোভাব ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন মুকেশ ডাঙ্গোল। তাঁর কথায়, আলোচনায় নেপালের প্রয়োজনীয়তা ও প্রযুক্তিগত দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ে আরও আলোচনা হবে।বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নেপালকে মূলত একটি প্রবেশপথের উপর নির্ভর করতে হয়। বিহারের রক্সৌল হয়ে সিমরা পথ দিয়ে বিমানকে নেপালে ঢুকতে বা বেরোতে হয়। পশ্চিমা দেশ ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আসা বিমানগুলিও ভৈরহওয়া বা মহেন্দ্রনগর দিয়ে সরাসরি নেপালে প্রবেশের অনুমতি পায় না। ফলে সেগুলিকে ঘুরপথে সিমরা হয়ে যেতে হয়। এতে উড়ানের সময় ২৫ মিনিটেরও বেশি বেড়ে যায়, পাশাপাশি জ্বালানির খরচও বাড়ে।নেপাল অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের মতে, মহেন্দ্রনগর দিয়ে নতুন আকাশপথ চালু হলে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়াও ভৈরহওয়ার গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবং পোখরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচল অনেক সহজ হবে। বর্তমানে এই দুই বিমানবন্দরে নামতেও বিমানগুলিকে সিমরা হয়ে ঘুরে আসতে হয়। এতে প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় লাগে। সময় ও জ্বালানির খরচ বেড়ে যাওয়ায় বিদেশি বিমান সংস্থাগুলিও এই দুই বিমানবন্দরে পরিষেবা বাড়াতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না বলে নেপালের দাবি।নতুন বিমানপথ চালু হলে উড়ানের সময় ও পরিচালন খরচ কমবে বলে আশা করছে নেপাল। পাশাপাশি ভৈরহওয়া ও পোখরা বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক উড়ান বাড়ানোর পথও খুলতে পারে।নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল আশা প্রকাশ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের ভারত সফরেই এ বিষয়ে চুক্তি হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, ভারতের ইতিবাচক মনোভাবের কারণে অন্তত একটি নতুন বিমানপথ চালুর বিষয়ে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাপান যাচ্ছেন রাজনাথ ও জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ ভারত ও জাপানের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার জন্য জাপান সফরে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ১৮ ও ১৯ নভেম্বর দু'দিনের এই সফরে দুই দেশের মধ্যে চতুর্থ 'টু প্লাস টু' বৈঠকে যোগ দেন তাঁরা। বুধবার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, ভারত-জাপান এই বৈঠকের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট নয়াদিল্লিতে। সফরে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি এবং বিদেশমন্ত্রী তোশিমিসু মোতেগির সঙ্গে বৈঠক করবেন ভারতের দুই মন্ত্রী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পাশাপাশি দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে কৌশলগত আলোচনাও হবে। প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হওয়ার কথা। এদিন বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে আরও জানা গেছে , গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার মতো অভিন্ন মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারত ও জাপানের সম্পর্ক। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার বিষয়েও দুই দেশের একমত অবস্থান রয়েছে। এই সফরে ২০২৫ সালের আগস্ট এবং ২০২৬ সালের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারত-জাপান ১৫ তম ও ১৬তম বার্ষিক শীর্ষ বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির অগ্রগতিও খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে, সফরকালে তৃতীয় 'রাইসিনা টোকিও' সম্মেলনে অংশ নেবেন এস জয়শঙ্কর।

Name Change

I, Mahamad Sek (Old Name) S/O–Yarali Sk resident of Pratapnagar , Topla , Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Mahamad Sek to Mohammad Sk and henceforth I shall be known as Mohammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/11/2026 . My name Mohammad Sk & Mahamad Sek both are same and one identical person.

Name Change

I, Ekbal Mondal (Old Name) S/O–Ramjan Mondal resident of Vill & Po- Binodnagar, Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Ekbal Mondal to Ikbal Mondal and henceforth I shall be known as Ikbal Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/11/2026 . My name Ikbal Mondal & Ekbal Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Najibur Rahaman S/O-Abdur Rab , residing at Vill-Sallapara , Po-Pulinda , Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal Pin-742134 . My actual date of birth 01/01/1990 as recorded my Passport no-P7237984 & Aadhaar card no-9843 0441 9782 & voter card no-UJM1164854.That my wrongly date of birth 21/05/1991 as recorded my school Certificate place of my actual date of birth 01/01/1990 declared by Judicial Magistrate (1st class) Berhampore court dated on 31/10/2026

Name Change

I, Abdul Majid (Old Name) S/O–Aijul Rahaman residing at Vill-Charbabupur , PO-Hanumanta Nagar , PS-Bhagwangola , Dist-Murshidabad, West Bengal 742135 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Majid to Abdul Majid Sarkar and henceforth I shall be known as Abdul Majid Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/11/2026 . My name Abdul Majid Sarkar & Abdul Majid both are same and one identical person.

Name Change

I, Kalson Bibi (Old Name) W/O–Gajlu Sk resident of Ramnagar Para, Katlamari , Raninagar , Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Kalson Bibi to Julekha Bibi and henceforth I shall be known as Julekha Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/11/2026 . My name Julekha Bibi & Kalson Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Tapan Kumar Majumdar (Old Name) S/O–Surendra Nath Majumder resident of Ghoshnagar, Ghoshnagar , Nadia , West Bengal, Pin-741202 do hereby declared that I have changed my name from Tapan Kumar Majumdar to Tapan Majumdar and henceforth I shall be known as Tapan Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/11/2026. My name Tapan Majumdar & Tapan Kumar Majumdar both are same and one identical person.

Name Change

I, ARPITA NANDI W/O- SOUVIK DHARA, resident of Tejganj, Mohanbag, P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, do hereby dece that I have changed my name and shall henceforth be known as ARPITA NANDI DHARA in all purpose Vide Affidavit No-170 Dated-18/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That ARPITA NANDI and ARPITA NANDI DHARA both are same and one identical person.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৭_২০২৬-২৭ এবং ২৯৮_২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৭_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে - ডিইএন/৩/ হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/কাটোয়ার অধীনে টিএফআর - ২৬.৬৯০ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ঃ - বর্ধমান - কাটোয়া এসএল ২৬ - ৫২.৬৯০ = ২৬.৬৯০ কিমি; টিবিআর - ১.৩৭৮টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ঃ কাটোয়া - আহমদপুর ঃ এসএল ০ - ০.৪৭ = ০.৪৭ কিমি, ০.৭৬ - ০.৮ = ০.০৪ কিমি, ০.৮

৬৮ বছরে এলএলবি পাশ, আইনজীবী হওয়ার স্বপ্নপূরণ সোহরাব হোসেনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাদুরিয়া, ১৮ নভেম্বর ঃ ৬৮ বছর বয়সে নতুন ইনিংস। ৮২.৮৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে এলএলবি পাস করলেন এক বৃদ্ধ। উত্তর ২৪ পরগনার বাদু।য়ির বাসিন্দা সোহরাব হোসেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবন শেষ করে ২০২১ সালে অবসর নেন তিনি। কিন্তু মনের মধ্যে লালিত একটি স্বপ্ন তখনও অপূর্ণ ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ করতেই ৬২ বছর বয়সে ফের ছাত্রজীবনে ফিরে যান। আর ৬৮ বছর বয়সে এসে এলএলবি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন সোহরাব। বোঝালেন, স্বপ্নপূরণের জন্য বয়স কোনও বাধাই নয়। ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত সুরে ঃদ্রনাথ কলেজ থেকে প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন সোহরাব হোসেন। এরপর ১৯৮৫ সালে স্বরূপনগর ব্লকের বিথারী কে পি হাই স্কুলে সহশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। শিক্ষকতার পাশাপাশি প।শোনার ধারাও বজায়



রেখেছিলেন। দূরশিক্ষার মাধ্যমে প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই প।শোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৮৫ সালে স্বরূপনগর ব্লকের বিথারী কে পি হাই স্কুলে সহশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। শিক্ষকতার পাশাপাশি প।শোনার ধারাও বজায় রেখেছিলেন। দূরশিক্ষার মাধ্যমে প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে সোহরাব ১৩ বছর বাদুড়িয়ার মাদ্রাসা হাজের আলি স্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। সাহিত্যচর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা এবং লেখালেখির পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন সোহরাব। তবে এত কিছুর

চাষাপাড়ায় বুড়িমার আরাধনা, সকাল থেকেই ভক্তের ঢল! মহাভোগ বিলিতে দুটি কেন্দ্র, অসুস্থদের জন্য রেড ক্রসের শিবির

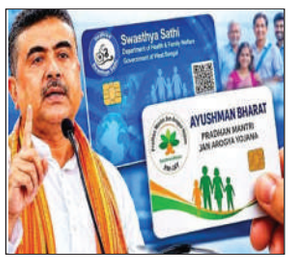
নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর, ১৮ নভেম্বর ঃ জগদ্ধাত্রী পুজোর সকালে শুরু হল কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী চাষাপাড়া বারোয়ারির বুড়িমার পুজো। বুধবার সকাল থেকেই মায়ের দর্শন ও অঞ্জলি দিতে মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করেন অসংখ্য ভক্ত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দর্শনার্থীদের সমাগম। বুড়িমার পুজোয় মায়ের দর্শনের পাশাপাশি ভক্তদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ মহাভোগ। সেই ভোগ বিতরণ ঘিরে এবারও রয়েছে ব্যাপক আয়োজন। রাত ১১টা থেকে প্রায় ২০০ কর্মী রান্নার কাজে ব্যস্ত। ভক্তদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে দুটি পৃথক কেন্দ্র থেকে ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হযেছে। বিকেল ৫টার পর থাকছে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ। পাশাপাশি ভিড়ের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত চিকিৎসার জন্য চার বেডের স্বাস্থ্য শিবির খুলেছে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি। চাষাপাড়া বুড়িমার পুজোয় প্রতিবছরই ভোগ সংগ্রহের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন ভক্তরা। দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু মানুষের কাছে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ পুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। সেই ভিড় সামলাতে এবার চাষাপাড়া বারোয়ারি প্রাঙ্গণের পাশাপাশি রয্যাল গার্ডেন লজ থেকেও ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে ভোগ দেওয়া হচ্ছে। এরপর বিকেল ৫টা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে



ভোগ বিতরণ করা হবে। মঙ্গলবার রাত ১১টা থেকেই শুরু হয়েছে ভোগ তৈরির কাজ। কমিটির সদস্যদের সঙ্গে প্রায় ২০০ জন কর্মী রান্নার কাজে যুক্ত রয়েছেন। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, প্রায় ৭ কুইন্টাল চালের ভোগ তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। বিকেল ৫টার পর বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রায় ১০ কুইন্টাল চালের ভোগ প্রস্তুত রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে। বারোয়ারির সহকারী সম্পাদক সিদ্ধার্থ বিশ্বাস জানান, ভক্তদের যাতে প্রসাদ সংগ্রহ করতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য আগাম সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে ভোগ বিতরণই তাঁদের লক্ষ্য। অন্যদিকে, পুজোর দিনগুলিতে বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। চাষাপাড়া থেকে চাপড়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে বিএড কলেজের সামনে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে এই শিবির করা হয়েছে। চারটি বেডের ব্যবস্থা-সহ সেখানে দর্শনার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রেড ক্রসের লাইফ মেম্বার উত্তম ধনি জানান, আগের বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা ভিড়ের চাপে অনেক পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কেউ জ্ঞান হারান, কারও পায়ে চোট লাগে, আবার কারও পায়ের নখ উঠে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে যাতে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া যায়, সে কারণেই এই উদ্যোগ।

‘স্বাস্থ্য সাথী’র নাম বদলে হল ‘স্বাস্থ্য ভবন-২’

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ নভেম্বরঃ বাংলায় সরকার পরিবর্তনের পর একের পর এক বদল। এবার স্বাস্থ্য দপ্তরের ভবনের নাম পরিবর্তন নিয়ে শুরু হল নতুন চর্চা। সল্টলেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের যে ভবনটি এতদিন ‘ সাথী’ নামে পরিচিত ছিল, তার নতুন নামকরণ করা হল ‘ ভবন-২’। এই নাম বদল ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা।ন্ডউল্লেখ্য, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে চালু হয়েছিল বহুল প্রচলিত ‘ সাথী’ প্রকল্প। রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিসার সুবিধা পেতেন। সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনের পাশের দ্বিতীয় ভবনটির নামও রাখা হয়েছিল এই প্রকল্পের নামেই। কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন নীতি নিয়েছে। রাজ্যে চালু হয়েছে ‘ স্বাস্থ্য বিমা যোজনা’ এবং কেঃদ্রের ‘ ভারত’ প্রকল্পও কার্যকর করা হয়েছে। তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবনের নাম



বদলানো হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।ন্ডএই নতুন ‘ ভবন-২’তে বর্তমানে স্বাস্থ্য দপ্তরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা রয়েছে। এমনকি নতুন সরকারের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর দফতরও এই ভবনেই।ন্ডনাম পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই মুখ খুলেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাফ দাবি, এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। এটি পুরোপুরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের দুটি ভবন আছে। তাই একটিকে স্বাস্থ্য ভবন এবং অন্যটিকে স্বাস্থ্য ভবন-২ নাম দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি আরও নতুন ভবন তৈরি হয, তাহলে তার নাম হবে স্বাস্থ্য ভবন-৩। তিনি আরও জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু হলেও, সেই প্রকল্পের নামেও কোনও সরকারি ভবনের নামকরণ করা হয নি। সরকারি পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নাম রাখাই সরকারের নীতি।ন্ডতবে বিরোধীদের একাংশের মতে, পুরনো সরকারের প্রকল্পের নাম মুছে ফেলতেই এই উদ্যোগ। যদিও সরকারিভাবে তা মানতে নারাজ নতুন প্রশাসন।

কালীঘাট মেট্রোর পাশের ধাবায় অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলে দমকলের তিন ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ নভেম্বরঃ ফের মহানগরীতে অগ্নিকাণ্ড! এবার দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা কালীঘাট মেট্রো স্টেশন চত্বর। বুধবার সকালে স্টেশন লাগোয়া বচ্চন’স ধাবায় ভয়াবহ আগুন লাগে। সকালের ব্যস্ত সময়ে এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন।স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বুধবার সকালে ওই ধাবায় আগুন লাগতে দেখেন তাঁরা। এরপর ৮টা ২২ মিনিট নাগাদ তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রথমে রান্নাঘরের দিক থেকে আগুনের শিখা দেখা যায়। তারপর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা ধাবায়। ভিতরে থাকা কর্মীরা তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই বলেই জানিয়েছে পুলিশ। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ বা শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। সবটা তদন্তের পরেই বলা যাবে। অন্যদিকে, কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের একেবারে গায়ে ধাবাটি হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি তৎপরতা দেখায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ। স্টেশন চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, সকালের অফিস টাইমে

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে সচেতনতা শিবির

মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে নৈহাটিতে সা।ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মধুমেহ সচেতনতা শিবির,আলোচনা ও পথ পরিক্রমা। এসকেএন ডায়বেটিস এন্ড এন্ডোক্রাইন সেন্টারের উদ্যোগে ওই সেন্টারের প্রাঙ্গনেই শুভ সূচনা হয-সুজিত সাধনা (এস এস) ওয়েলনেস সেন্টার-এর। সমাজসেবী সুজিত ভট্টাচার্য ও সমাজসেবিকা সাধনা ভট্টাচার্যের নাম অনুসারে এই সেন্টারের নামকরণ করা হয। এখানে সপ্তাহে একদিন বিনামূল্যে সমাজসেবামূলক কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে গরিব মানুষরাও সুযোগ পাবে। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন প্রথিতযশা চিকিৎসক-(ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট) সুপ্রতীক ভট্টাচার্য। উদ্যোক্তা হিসেবে সহযোগিতায় ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের পুরো বিষয়টি উদ্যোগ নিয়ে যেভাবে সহজলভ্য করে তুলেছেন সচেতনতার প্রয়োজনে, তারা হলেন সমাজসেবী সুজিত ভট্টাচার্য এবং সমাজসেবিকা সাধনা ভট্টাচার্য। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস-(মধুমেহ) দিবস উপলক্ষে এসকেএন ডায়বেটিস এন্ড এন্ডোক্রাইন সেন্টার প্রাঙ্গণ থেকেই একটি সচেতনতা মূলক পথ পরিক্রমা করা হয় সেন্টারের বাইরেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে। এই সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং নার্স ও ডাক্তার সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এর পাশাপাশি রোগের কারণ, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ এবং সুষ্ঠু জীবন যাপনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনাও হয় এই সেন্টারে। এই শুভ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্য সেবার বার্তা সাধারণের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

নিয়োগে ওবিসি ও ইডব্লিউএস শংসাপত্রের নতুন নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ নভেম্বরঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত আসনের শংসাপত্র নিয়ে দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি কাটাতে কা। ও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হল। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি অফিস মেমোরেন্ডাম প্রকাশ করে ওবিসি এবং ইডব্লিউএস শংসাপত্রের বৈধতা ও সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এসএলএসটি (নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক) এবং প্রথম এসএলএসটি (অশিক্ষক কর্মী) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে বলে কমিশনের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।ন্ডনতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি শ্রেণির যে সমস্ত শংসাপত্র ১৮ মে ২০২৬ তারিখের আগে ইস্যু করা হয়েছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলি আর গ্রাহ্য করা হবে না। ফলে পুরনো শংসাপত্র থাকা চাকরিপ্রার্থীদের নির্ধারিত নিয়ম মেনে নতুন করে শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে। গত ১৮ মে ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত ৯৪৫-বিসিডব্লিউএমআর-২৩২০২৬ নম্বর সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই নতুন ওবিসি শংসাপত্র নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। নথি যাচাইকরণ, ইঃটারভিউ এবং কাউন্সেলিং পর্ব শুরু হওয়ার আগেই প্রার্থীদের এই জরুরি কাজটি সেরে রাখতে বলা হয়েছে।ন্ডপাশাপাশি, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পা। শ্রেণি বা ইডব্লিউএস শংসাপত্রের ক্ষেত্রেও কঠোর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। দ্বিতীয় এসএলএসটি (সহকারী শিক্ষক) ২০২৫-এর ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত ইডব্লিউএস শংসাপত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ অবশ্যই ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১২ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে হতে হবে। অন্যদিকে, প্রথম এসএলএসটি (অশিক্ষক কর্মী) ২০২৫-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।ন্ডকমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী দিনে নথি যাচাই, কাউন্সেলিং এবং চূ।ান্ত মেধাতালিকা প্রস্তুত করার সময় এই নির্দেশিকা মেনেই চূ।ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়সীমার বাইরের কোনও শংসাপত্র গ্রহণ করা হবে না। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও রকম জটিলতা এ।াতে চাকরিপ্রার্থীদের নিজ নিজ শংসাপত্রের তারিখ ও বৈধতা ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্যামাপুজোয় মানবিকতার নজির এর পাশাপাশি বাল্য বিবাহ রোধ, নেশা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার বার্তা

অভিজিৎ হাজরা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়াঃ-কালের অমোঘ নিয়মে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের রীতিনীতিকে অনুসরণ করে গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লক তথা বিধানসভার অন্তর্গত লালবেনাগড়ী সূর্য সংঘ ২৯ তম বর্ষে শ্যামা মায়ের আরাধনার পাশাপাশি মানবিকতার নজিরে বর্ণময় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করেছিল। ২৯ তম বর্ষের শ্যামা মাযের আরাধনা ও মানবিকতার নজিরে বর্ণময় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্যোগ নিয়ে পরিচালনা করেন সংঘের মহিলা সদস্যাবৃন্দ। সহযোগিতা করেন সদস্যরা। সংঘ প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে সংঘ সভাপতি প্রলয় মাখাল এবং সম্পাদক অমল মাখাল বলেন, উদয়নারায়ণপুর ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম গুলি প্রতি বছর দামোদর নদের প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে পড়ে। ফলে এলাকার পর এলাকার মানুষের কৃষি জমি, বাস্তুভিটা,বসত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের খাদ্য সংকট থেকে নানান সমস্যায় পড়ে। মানুষের এই অসহায় অবস্থা দেখে লালবেনাগড়ী - র কয়েক জন যুবক উদ্বেলিত হয়ে উঠি। আমরা এইসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নিজেদের সামর্থ্য মত অর্থ সাহায্য সহ নানান সাহায্য - সহযোগিতা করি। আস্তে আস্তে আমারা সমাজসেবামূলক কাজ বৃদ্ধি করতে থাকি। আমারা মানুষের সুখে - দু ঃখে পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে নিজেদের সামর্থ্য মত অর্থে চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য,কন্যাদায় গ্রস্ত পরিবারের কন্যার বিবাহে অর্থ সহ অন্যান্য সাহায্য, মুমূর্ষু রোগীদের নতুন জীবনদানে রক্তদান শিবির,দু ঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র -ছাত্রীদের পড়াশোনার সাহায্যার্থে অর্থ - সহ পাঠ্যপুস্তক - শিক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করে থাকি। এইসব কাজ করার জন্য সদস্য - সদস্যারা খোলা মাঠে বসেই আলোচনা করে কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম। আমাদের সমাজসেবামূলক কাজে অনুপ্রানিত হয়ে শিক্ষক তথা সমাজসেবী আলামোহন মাখাল এগিয়ে আসেন। তিনি নিঃশর্তে সংঘের গৃহ নির্মাণ ও খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। সেই জমিতেই ১৯৯৭ সালে সংঘ -র পাকা গৃহ নির্মাণ সহ খেলার মাঠ সংঘের সদস্য - সদস্যরা নিজ নিজ সামর্থ্য অর্থে তৈরি করেন। সংঘ - র নামকরণ করা হয় লালবেনাগড়ী সূর্য সংঘ। তবে পুজোর আনন্দ উৎসবের মানবিকতার নজিরে নানান বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতার বার্তা তুলে ধরতে ও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবারের ২৯ তম বর্ষ শ্যামা পুজার ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মসূচি বাল্য বিবাহ রোধ, নেশা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ - নেশা মুক্ত ভারতবর্ষ। কন্যা সন্তানের সুরক্ষা,নারী শিক্ষার প্রসার,শিক্ষাই উজ্জ্বল ভবিষ্য, শিশুর অধিকার সুরক্ষিত করা,ছেলে - মেয়েদের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করা,বাল্য বিবাহ রোধ এর পাশাপাশি সুস্থ সমাজ গড়তে,যুব সমাজকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করতে, পরিবারকে নেশা মুক্ত রাখতে,সুস্থ ,সচেতন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে, সংসারের অশান্তি রোধ, পারিবারিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে এবং পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তি - ছেলেদের নেশা মুক্ত রাখতে,সুস্থ শরীর রাখা -র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলিকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে ফ্লেক্স প্রদর্শন ও বক্তব্যের মাধ্যমে। রক্তের অভাবে মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচানোর ব্রত নিয়ে ১০ম বর্ষেমানবিক উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে পিপলস্ ব্লাড ব্যাঙ্ক এর চিকিৎসকদের সহায়তায়১০ জন মহিলা সহ ৩০ জন রক্তদান করে রক্তদান আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে পরিচিত হলেন। সূর্য সংঘ -র সদস্যরা শুধুমাত্র রক্তদান শিবির করাই নয়, মুমূর্ষু রোগীদের নতুন জীবনদানে সরাসরি শরীর থেকে শরীরে রক্তদান করে থাকেন।

সাংবাদিক ও রিল নির্মাতাদের পার্থক্য নিয়ে আদালতে দিল্লি পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ নভেম্বর ঃবিক্ষোভস্থলে পেশাদার সাংবাদিকদের কাজের সুরক্ষা সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশ সোশ্যাল মিডিয়ার রিল নির্মাতা বা কনটেঃট ক্রিয়েটরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা হলফনামা পেশ করে এমনই দাবি জানাল দিল্লি পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, হাতে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন নিয়ে বিক্ষোভস্থলে হাজির হওয়া প্রকৃত সংবাদকর্মী এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভিডিয়ো নির্মাতাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা এখন ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই রিল নির্মাতাদের আদৌ সংবাদদাতার মর্যাদা দেওয়া যায় কি না, তা শীর্ষ আদালতের বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দিল্লিতে আয়োজিত এক প্রতিবাদের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে মহিলা সাংবাদিক-সহ সংবাদকর্মীদের হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় ‘ অফ ওমেন মিডিয়া’, ‘ স্পিচ কালেকটিভ’, ‘ ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট’ এবং ‘ ইউনিয়ন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট’ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। গত ১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল আশ্বাস দিয়েছিলেন, সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে কোনও বাধা দেওয়া হবে না। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পুলিশ হলফনামায় জানিয়েছে, পেশাদার সংবাদকর্মীদের সুরক্ষার অর্থ এই নয় যে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইনফ্লুয়েন্সাররাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। তবে কনটেন্ট নির্মাতাদের কাজ বন্ধ করার কোনও উদ্দেশ্য পুলিশের নেই বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে।ন্ডএর আগে গত ৫ অক্টোবর বিক্ষোভের খবর সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। তাতে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের বৈধ পরিচয়পত্র অথবা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো কিংবা ডিরেক্টরেট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিসিটির স্বীকৃতিপত্র দৃশ্যমানভাবে সঙ্গে রাখার কথা বলা হয়। সরকারি স্বীকৃতিপত্র না থাকলেও নিজস্ব সংস্থার পরিচয়পত্র গ্রাহ্য হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, যন্তর মন্তরের কাছে মহিলা সাংবাদিকদের হেনস্থার অভিযোগ ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠানো হলেও সিসিটিভি ফুটেজে তার কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি করেছে পুলিশ। রিল নির্মাতাদের সুরক্ষা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও বাকি।

জলপাইগুড়িতে ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়ার অভিযোগে রোগীমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ নভেম্বর ঃহাসপাতালে ভুল রক্ত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার সেই গাফিলতির জেরে মৃত্যু হল ৬১ বছর বয়সি এক রোগীর। মৃতের নাম বীরে ঃদ্র নাথ শর্মা। বাড়ি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কচুয়া-বোয়ালমারী এলাকায়। এই ঘটনায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যেই চারজন স্বাস্থ্যকর্মীকে শোকজ করা হয়েছে।ন্ডপরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে কয়েকদিন আগে বীরে ঃদ্র নাথ শর্মাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিসকরা রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন। পরিবারের দাবি, রোগীর রক্তের গ্রুপ ছিল এবি পজিটিভ সেই অনুযায়ী রক্তের জোগাড়ও করা হয়। অভিযোগ, রক্ত দেওয়া শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, শ্বাসকষ্ট আরও বাড়ে। পরিবারের সদস্যরা রক্তের ব্যাগ দেখে চমকে ওঠেন। তাঁদের দাবি, এবি পজিটিভের জায়গায় রোগীকে এ পজিটিভ রক্ত দেওয়া হচ্ছিল।ন্ডবিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত নার্সদের জানানো হয়। এরপর তড়িঘড়ি রোগীকে সিসিইউতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।ন্ডপরিবারের আরও অভিযোগ, ভুল রক্ত দেওয়ার পর থেকেই রোগীর কিডনির সমস্যা শুরু হয়। পরপর দু’বার ডায়ালিসিস করতে হয় তাঁকে। কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতি হয নি। বুধবার সকালে মৃত্যু হয়। বীরে ঃদ্র নাথ শর্মার।ন্ডমৃতের ভাই বলেন, আমার দাদা শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু মারা গেল ভুল রক্তে। হাসপাতালের গাফিলতিতেই এই মৃত্যু। আমরা এর বিচার চাই।ন্ডযদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, রোগী আগে থেকেই অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় ছিলেন। তাঁর একাধিক শারীরিক সমস্যা ছিল। তবে রক্ত আদান-প্রদানে গাফিলতি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ওই ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা চার কর্মীকে শোকজ করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে। চিকিসা পরিষেবায় এমন গুরুতর অভিযোগে হাসপাতালের রক্ত পরীক্ষা ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং রক্ত দেওয়ার সমস্ত নথি খতিয়ে দেখলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন চিকিসকরা।

বিশেষ ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ১৮ই নভেম্বর ঃ ছট পুজা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সময়সূচী নিচে দেওয়া হলো ০৮০৬০০৮০৫৯ শালিমার - এলটিটি মুম্বাই - শালিমার স্পেশাল ৮০৬০ শালিমার - এলটিটি মুম্বাই স্পেশাল ট্রেনটি ১৯.১১.২০২৬ তারিখে রাত ৯৫০টায় (২১,০০ ঘণ্টা) শালিমার থেকে ছাবে এবং তৃতীয় দিন ভোর ৬,১০টায় এলটিটি মুম্বাই পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮০৫৯ এলটিটি মুম্বাই - শালিমার স্পেশাল ট্রেনটি ২১.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১,১০টায় এলটিটি মুম্

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ২ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

পণ্ডিত হরপ্রসাদ

জীবনের উপান্তে এসে সহকারীকে বললেন এই বৃদ্ধ বয়সে আর মিথ্যে কথা লিখতে পারবেন না, পারলে 'সুফল' শব্দটা কেটে 'কুফল' করে দেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইয়ে একটা পরিচ্ছেদের নাম ছিল 'ভারতে ইংরাজ শাসনের সুফল', শেষ পর্যন্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নির্দেশে অধ্যায়টার নাম হয়েছিল 'ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ফল'। লিখেছেন মাত্র দুটো উপন্যাস। কিন্তু তিনি নেপালের রাজদরবার থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছিলেন হারিয়ে যাওয়া 'চর্যাপদ'। বাংলার প্রাচীন ভাষা চিনিয়েছেন বাঙালি জাতিকে। গঙ্গা তীরের প্রাচীন জনপদ নৈহাটি আরও নানা কারণে সমৃদ্ধশালী। তার বেশিরভাগটাই শিক্ষা, সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে আবৃত। দেশের বহু কৃতী সন্তানের পদধূলি পড়েছে এখানে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্যিক সমরেশ বসু ও গায়ক শ্যামল মিত্র। বাঙালি অবশ্যই চিরঋণী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে। যিনি জ্ঞানচর্চার বহুধাবিস্তৃত কিন্তু অনালোকিত জগতে প্রবেশ করেছেন। ভাটপাড়া-নৈহাটির পণ্ডিত-পরম্পরা ভারত জুড়ে বিখ্যাত। হরপ্রসাদ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁদের পরিবারে সংস্কৃত শিক্ষা ও বিবিধ শাস্ত্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে কত জন যে পণ্ডিত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে যে তিনি কিছু দিন ছিলেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি সে কথা স্মরণ করেছেন পরে। সংস্কৃত কলেজ থেকে এনট্রান্স, এফএ, সংস্কৃতে স্নাতক। এমএ পাশ করে হলেন 'শাস্ত্রী'। সেটা ১৮৭৭ সাল। মনে রাখা দরকার, এ ছেলে টোলেও পড়েছে, আবার বড় হয়ে উঠতে উঠতে উনিশ শতকের নবজাগরিত বঙ্গে ইংরেজি তথা আধুনিক ও বিজ্ঞানস্পৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার নির্যাসও টেনে নিয়েছে নিজের মধ্যে। ১৯১৩-১৪ সালে সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিয়ে কারমাইকেল প্রফেসর অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম অধ্যাপক থিবাউট (G.Thibaunt)। অনেকেই তাঁকে ফরাসী মনে করতেন নামের জন্য। খুব বড় মাপের সংস্কৃতজ্ঞ ভারততত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে নাম করেছিলেন। কাশীতে অনেকদিন ছিলেন,পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হন। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় অধ্যাপক হওয়ার কিছুদিন পরে তিনি প্রয়াত হলেন। থিবাউটের যোগ্য উত্তরসূরী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই কথাটি সবাই বিশ্বাস করতেন শুধু নয় তিনি ওই চাকরির যোগ্যতম ব্যক্তি। বছর তিনেক পদটি খালি থাকার পরে ওই পদে অধ্যাপক নিয়োগ করা হয় ১৯১৭ সালে। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নন নিয়োগ পেলেন সুবিখ্যাত মারাঠী ভারততত্ত্ববিধ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মধ্যমপুত্র দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সিদ্ধান্ত ভাল ভাবে নেয়নি অনেকেই । সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হয়নি সেই সময়ের এলিট পত্রিকা 'প্রবাসী'। পত্রিকার পৌষ ১৩২৭ সংখ্যার নিবন্ধে লেখা হল একটি কাজ লেখাপড়ার কাজ,বিদ্যার কাজ,যাহাতে বাঙালী নিজের প্রদেশ এবং সমুদয় উত্তর ভারতে ও মদ্য প্রদেশে অগ্রণী ছিল,তাহা শিক্ষকতা ও অধ্যাপকতা।

পাঞ্জাব কেশরী

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে যাদের সাহস, ত্যাগ আর দেশপ্রেম আজও হৃদয় কাঁপিয়ে তোলে। পাঞ্জাবের মাটি থেকে উঠে আসা এক নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন তিনি;যার কণ্ঠে ছিল আগুন, যার ইচ্ছাশক্তিতে ছিল বজ্রের দৃঢ়তা, আর যার পদক্ষেপে ছিল জাতিকে জাগানোর শক্তি। তিনি শুধু সংগ্রামী নন, তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা, ছিলেন নেতৃত্বের আলোকবর্তিকা লালা লাজপত রায়। ১৮৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি পাঞ্জাবের জন্মসূত্রে এ দেশভাগ্যবান মানুষটির শৈশব থেকেই দেশকে নিয়ে ছিল গভীর মমত্ববোধ। পিতা মুন্সি রাধাকৃষ্ণ আজাদের মানবিকতা ও ন্যায়বোধ তাঁর চরিত্রকে আরও উদার করে তোলে। জীবনের কিছু সময় তিনি রোহতক ও হিসার শহরে আইনচর্চা করলেও তাঁর হৃদয় আটকে ছিল দেশের মানুষের সেবায়। তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নন; জনতার স্বার্থে নিবেদিত এক অকৃপণ কর্মী। তিনি পাঞ্জাব কেশরি নামে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর অগ্নিঝরা বক্তব্য, নিঃস্বার্থ দেশসেবা ও আপসহীন আদর্শের জন্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে মিলে তৈরি হয় কিংবদন্তি ত্রয়ী;লাল-বাল- পাল। এই তিন নেতারাই প্রথম উচ্চারণ করেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি। আর্য সমাজের আদর্শকে পাঞ্জাবে জনপ্রিয় করা, দুর্ভিক্ষে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বহু স্থানে ত্রাণশিবির গড়ে তোলা;সবই তাঁর অটল সেবাময় চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ও লক্ষ্মী বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিও রচনা করেন। ১৯২৮ সালের ৩০ অক্টোবর সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে হওয়া প্রতিবাদ মিছিলে তিনি অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন। সেই দিন ইতিহাস নির্মম হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ পুলিশের নৃশংস লাঠিচার্জে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। কিন্তু মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর কণ্ঠে ছিল না কোনো ভয়, ছিল না কোনো দুর্বলতা। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন; আমার শরীরের ওপর ব্রিটিশের প্রতিটি আঘাত ব্রিটিশ রাজের পতনের ঘণ্টাধ্বনি হয়ে উঠবে। ১৭ নভেম্বর ১৯২৮;সেই নির্মম দিন। দেশের আরেকটি আলো নিভে যায়, কিন্তু তাঁর নিঃশেষিত নিশ্বাস জ্বালিয়ে দেয় নতুন আগুন। সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, রাজগুরু, সুখদেবসহ অসংখ্য বিপ্লবী লালাজির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেন। ঠিক এক মাস পর, ১৭ ডিসেম্বর, ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার সন্ডার্সকে হত্যা করে তারা প্রতিশোধের শিখা জ্বালিয়ে দেন। এই ঘটনার পর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেখা যায় এক নতুন গতি, নতুন আলো, নতুন উত্তাপ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না। মাতৃ সাধনা কর।

সাধক রামপ্রসাদ



পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পুজো করতে হবে। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে। জাগাতে হবে নিজেকে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে। জাগরিত করতে হবে আপন শক্তিকে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। শুভ শক্তির সূচনা করার প্রয়োজন। হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না।

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন ও মলঙ্গা লেনের বিপ্লবীসাথীরা

রবীন্দ্রকুমার শীল

রডা কোম্পানি অস্ত্র লুণ্ঠন ও মলঙ্গা লেনের বিপ্লবীসাথীরা। ১৯১৪ সালে ২৬ আগস্ট এর ঐতিহাসিক রডা অস্ত্র লুণ্ঠন অভিযানে সঙ্গে যাঁরা প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পচিয় এখানে দেওয়া হল। কলকাতার বসে ব্রিটিশ রাজশক্তি দরবারের সম্মুখে থেকে 'রডা কোম্পানি'র অস্ত্র লুঠ করে সশস্ত্র সংগ্রামীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করাই ছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্যদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যুক্ত হয়েছিল বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংস্থার সদস্যরা। তার মধ্যে ছিল 'মুক্তি সংঘ' তথা উত্তরকালীন 'বি.ভি'-এর বেশ কয়েকজন আদি কর্মনায়কেরা। যুক্ত ছিল 'বি.ভি'। এই সংগঠনের পুরো নাম ছিল 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'। ১৯০৬ সালে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ (বড়দা) কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। সেই বছরেই তাঁর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কলকাতার বিপ্লবীদের পরিচয় ঘটতে থাকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশ মুখার্জি (ডন সোসাইটি) প্রমুখ। হেমচন্দ্র দলের 'মুক্তি সংঘ' নামটি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের খুবই পচ্ছন্দ হয়েছিল। তবে তিনি সেই সময়ে বলেছিলেন গুপ্ত সমিতি যেন গুপ্ততেই থাকে। তাই ছিল। হেমচন্দ্রের ভাষায় বলা যেতে পারে, ''গুপ্ত সমিতির তৎকালীন নিয়মানুসারে এই নাম আমরা গোপন-মন্ত্রের মতই গ্রহণ করিয়াছিলাম। দলে ঢুকিবার পাঁচ-সাত বৎসর পর প্রয়োজনবোধে খাঁটি কর্মীকে হয়তো তখনকার দিনে নামটি জানান হইত। পুলিশ বা অপর বিপ্লবী দল তো দূরের কথা, নিজেদের অধিকাংশ কর্মীও দলের এই নাম জানিতেন না। সকলেই সাধারণতঃ আমাদের দলকে 'হেম ঘোষের দল' বলিয়া চিহ্নিত করিতেন। সেই যুগে দলের নাম খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া উঠে নাই। উহা সংগোপনে মনে রাখিলেই চলিত।'' (ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের প্রথম পর্বের (২য় সং, ১৩৭৬, ছয়ের পাতায়)।

শ্রীশচন্দ্র পাল ঃ জন্ম ঃ শ্রীশ পাল ঃ জন্ম ১৮৯১ সালে। শিরিষ চন্দ্র পাল ওরফে নরেন রবি। পিতার নাম শরৎচন্দ্র পাল। মাতার নাম ছিল শশীবালা দেবী। থাকতেন ঢাকা মুলবড়গা। থানা ঃ শ্রীনগর। সক্রিয় এবং কট্টরপন্থী বিপ্লবী। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের মূল কারিগর। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট বসন্ত চ্যাট্টার্জির হত্যাকারী। সঙ্গীসাথী নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন ডাকাতি করতে। কিন্তু সেখানে ধরা পড়ে যান। ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড এর ১৮১৮ এর তৃতীয় ধারা অনুযায়ী ১৯১৯ সালে সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি ছাড়া পান। বিপ্লবী আক্রমণ প্রকল্প রচনা করতেন। বৈপ্লবিক কর্মস্থল ছিল কলকাতায়। এখানে তিনি 'মুক্তি সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে যেতেন। নন্দলাল হত্যা, ব্রায়েন হত্যার ষড়যন্ত্র ও রডা কোম্পানির ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার শ্রীচন্দ্র পাল আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল নরেন দত্ত। বিপ্লবীদের চোখে তিনি ছিলেন 'an action wizard'।



'আত্মোন্নতি সমিতি'র বিশিষ্ট সদস্য এবং রডা কোম্পানি অস্ত্র লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র দে-এর ভাষায় বলা যেতে পারে,'' শ্রীশ পাল (ওরফে নরেন) নির্ভীক বিপ্লবী ছিলেন। শুধু প্রফুল্ল চাকি'র আত্মবলিয়নের জন্য দায়ী পুলিশ অফিসার নন্দ ব্যানার্জীকে সারপেনটাইন লেনে হত্যা করেন নি, আগড়পাড়ায় যে মুরারী মিত্র আমাদের বিপ্লবী নেতা বিপিনদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তাকেও গুলি করে মেরেছিলেন তাঁর বাড়ির দরজায়।'' (সাপ্তাহিক বসুমতী, ০১.০৭.১৯৬৫) । ১৯১৬ সালে ধরা পড়ে তিন আইনে বন্দী হন। স্টেট প্রিজনার রূপে নানা জেল ঘুরিয়ে শেষটায় তাঁকে হাজারিবাগের সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের শেষে দিকে অসুস্থ অবস্থায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি লাভের পর দলের নির্দেশে তিনি লোক দেখানো ভাবে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমৃত্যু অতি সংগোপনে বাছাই করা দুই চারজন দলীয় সদস্যের মাধ্যমে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ১৯৩৯ সালে ১৩ই এপ্রিল মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'মুক্তি সংঘে'র সক্রিয় কর্মী ছিলেন শ্রীশ পাল। দলের ছেলেরা হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দলের সবাই শ্রীশ পালকে চিনতো। শ্রীশ পালের মাধ্যমে হেমচন্দ্র (বড়দা) প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। 'মুক্তি সংঘ' প্রথম অ্যাকশন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছিল। ১৯০৮ সালে ৯ নভেম্বর কলকাতার সারপেনটাইন লেনে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির আত্ম-বিলয়নের জন্য দায়ী অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জিকে সেদিন পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীশ পালই। তিনি রিভালবার দিয়ে গুলি করে হত্যা করেন পুলিশ অফিসারটিকে। সেদিন এই কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়ে 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্য রণেন গাঙ্গুলী তাঁর পাশে ছিলেন। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী পুলিশ গুপ্তচর মুরারী মিত্রকে ২৫.০৮.১৯১৫ তারিখে তার আগরপাড়ার বাড়ির দরজায় গুলি করে মেরেছিলেন। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে ১৯০৫ সালে হেমচন্দ্র ঘোষ ঢাকাতে মুক্তি সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। হেমচন্দ্রের সেই সময়ে সঙ্গী ছিলেন শ্রীশ পাল, রাজেন গুহ, গুণেন ঘোষ, মাখন চক্রবর্তী, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, বিভূতি বসু, ক্ষিতিপতি মিত্র, নিকুঞ্জ সেন (বড়), হরিদাস রায়, সুরেন বর্দ্ধন (ডাঃ), কৃষ্ণকান্ত অধিকারী, মুন্সী আলিমুদ্দিন (মাস্টার সাহেব), সতীশ সাহা, প্রমথ (টেনু) চৌধুরী প্রমুখ।

হরিদাস দত্ত ঃ হরিদাস দত্তর জন্ম ঢাকা জেলার কাঠালিয়া (কার্তিকপুর) গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে। তাঁর জন্মদিনটি হল ১৮৯০ সালের ১৬ নভেম্বর। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী। ১৯০১ সালের ১৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঢাকায় যান মেজদাও তখন ঢাকার মামার বাড়িতে। মেজদার দাদা যোগেশ দত্ত ছিলেন বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সহপাঠী। সেই সূত্রেই হরিদাস দত্ত হেমচন্দ্রের তথা বড়দার সংস্পর্শে আসেন। হেমচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ করেন। তখন হেমচন্দ্রের বয়স ছিল সতেরো আঠারো বছর। কাজেই দশ বছরের হরিদাস দত্তর সঙ্গী হবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু বালক হরিদাস নাছোড়বান্দা। বড়দের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনে যাবেনই। যোগেশ দত্তর পিছন পিছন শেষ পর্যন্ত হরিদাস দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনে গেলেন এবং তাঁর আর্শীবাদ পেলেন। হরিদাস দত্তের বিপ্লবী জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের এই হল শুভ সূচনা। এর পরে ঢাকার প্রখ্যাত মল্লবীর পার্শ্বনাথের আখড়ার লালমাটি স্পর্শে হরিদাস দত্ত নিজেকে বিপ্লবী হিসাবে প্রস্তুত করলেন। হরিদাস দত্তের রাজ নৈতিক নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ হলেও তাঁর কর্ম নেতা ছিলেন হেমচন্দ্রের অনুগামী বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পাল (১৮৮৬-১৯৩৯)। শ্রীশ পালের নির্দেশে হরিদাস পালের প্রথম বৈপ্লবিক কাজ হল, জগদ্দলের আলেকজান্ডার জুটমিলের এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ও'ব্রায়েন সাহেব সেই মিলের এক বাঙালি কেরানিকে পদাঘাত করে মেরে ফেলেছিল। বিচারে তার মাত্র ৫০ টাকা জরিমানা হয়। সেই সাহেবকে চরম দণ্ড দেওয়ার জন্য হরিদাস দত্ত ও তাঁর অপর সতীর্থ বিপ্লবী খগেন দাশ (১৮৯৩-১৯২৭) (ক্রমশ)

বাংলা সঙ্গীতের মণি-মাণিক্য

লাল বিহারী দে

কবি, সম্পাদক এবং গণনাট্য আন্দোলনের আন্যতম পুরোধা-সঙ্গীত স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। জন্মঃ- ১৮ নভেম্বর, ১৯১১সাল। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র যিনি তাঁর সহ-যোদ্ধাদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'বটুক দা' নামে, শৈশব কেটেছে এক উত্তাল সময়ে। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লবের আবহে, আর যৌবনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন। অনন্যসাধারণ কাব্য ও সংগীত প্রতিভার অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'নবজীবনের গান' ও কবিতা 'মধু বংশীর গলি' (এবং বিজন ভট্টাচার্য'র নাটক 'নবান্ন' কে হাতিয়ার ক'রে সুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকের 'গণ নাট্য আন্দোলন'। তখন মাঠে-ঘাটে, কারখানার গেটে নবজীবনের গান, এসো মুক্ত কর, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার এসো শিল্পী এসো বিশ্বকর্মা এসো শ্রষ্টা রসরূপ মন্ত্রদ্রষ্টা ছিন্ন করো ছিন্ন করো, বন্ধনের এই অন্ধকার' এবং শম্ভু মিত্র'র কণ্ঠ লাবণ্যে সেই রোমাঞ্চকর কাব্য-উচ্চারণ,' অর্জুন অর্জুন শুধু আজ লক্ষ লক্ষ জনগণ মন দোর্দন্ড গান্ডীব তাই অতি প্রয়োজন বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছিন্ন করো ক্লব ছদ্ম সজ্জার ব্যসন বিদ্রোহের শমীবৃক্ষে সব্যসাচী অস্ত্র খোঁজে আজ...।' শুধু গণনাট্যের গানই নয়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ছিলেন ব্যবসায়িক প্রচারের আড়ালে থাকা এক অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা। জীবনের উপান্তে তাঁকে সঙ্গীত পরীক্ষকের দায়ীত্ব অর্পন করেছিল বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি'।

সেই সময় ওরা দেবব্রত বিশ্বাসের গানকে ব্রাত্য করে দিয়েছে। দেবব্রত বিশ্বাস আশা করেছিলেন এবার বোধয় তিনি আবার গান করতে পারবেন। বিশ্বভারতীর নৃপেন্দ্র চন্দ্র মিত্রকে তিনি লিখেছলেন, শুধু জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর ওপরেই যদি আমার রেকর্ড পরীক্ষা করবার দায়ীত্ব দেওয়া হয় তাহলে আমি আবার রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করতে আরম্ভ করব...। আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, মনে খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম, হয়তো বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি আমার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হয়ে জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্রকেই আমার রেকর্ড অনুমোদন করার দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু হঠাৎ একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম যে জ্যোতি রীন্দ্রনাথ, আমাদের বটুক আমাদের ছেড়ে পরলোকে চলে গেল। বটুক চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পথে বসিয়ে দিয়ে গেল।'হরিজন' হয়েই আমার জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কাটাতে হবে। (দেবব্রত বিশ্বাসের আত্মকথা 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত থেকে)। মানুষকে ঠিক কী দিয়ে মাপব? তেমন কোনও মাপন হয় কি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কবিতায় বলেছিলেন, তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ! তাঁর আরও নানা বাক্যের মতোই এই কথাটির ভিতরেও একটি কূটাভাস ছিল। তা হলে কি কীর্তির বাইরেও আরও কিছু থাকে যা দিয়ে কোনও ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে পারি? সমস্যা এই যে আমরা কীর্তির নিরিখেই মানুষের মূল্যায়ন-সংক্রান্ত নানাবিধ ভাবনা ভাবতে অভ্যস্ত। কীর্তিব্র্যস্য স জীবতি... অথচ, কোনও কোনও মানুষের সামনে দাঁড়ালে বুঝতে পারি, শুধুই কীর্তি নয়, সফলতা নয়, আরও কিছু, অন্তর্গত আরও একটা কিছু আমাদের ভিতরে খেলা করে। 'বটুকদা', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তেমনই এক জন। কীর্তিমান তো বটেই, উত্তরকাল সেই কীর্তির কথা সসম্ভ্রমে স্মরণ করবে, কিন্তু যাঁরা সেই মানুষটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা জানেন, নিছকই কীর্তির মাপকাঠিতে মানুষটিকে বিচার করা কঠিন। অনুচিতও বটে। কারণ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছিলেন আশ্চর্য একটি মানুষ। খুব উদার। প্রাণখোলা। গভীরে অনেকখানি প্রাণ থাকলেই বোধহয় ও রকম প্রাণবন্ত হওয়া যায়। এবং, তা না হলে সত্যিই বোধহয় অতি সম্পন্ন জমিদারগৃহ ছেড়ে পথের ধুলোয় নেমে আসা যায় না। তাঁর জন্ম যদিও শ্রীরামপুরে মাতামহের গৃহে, কিন্তু মৈত্র পরিবার পাবনার শিতলাই অঞ্চলের জমিদার। অথচ, সেই বাড়ির সন্তান সটান নেমে এলেন মধুবংশীর গলিতে। বাম রাজনীতির দীক্ষাই তাঁকে টেনে আনল রুক্ষ জীবনে। ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু, এ কথা এমন সার্থক ভাবে আর ক'জনই বা বলতে পারেন বটুকদা ছাড়া?

বটুকদার কথা উঠলেই গানের প্রসঙ্গ অনিবার্য। নবজীবনের গান থেকে রবীন্দ্রনাথের গান, দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। নবজীবনের গান যখন প্রথম শুনি এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার, তখন আমি বালকমাত্র। কৃষ্ণনগর ছেড়ে তখন বাবা কর্মসূত্রে হাওড়ায়, সঙ্গে আমরাও।

এই বিলবোর্ডের আলোয় ভাসা জীবনে সেই গান অকস্মাৎ ধূসর পাণ্ডুলিপি বলে মনে হতেই পারে কারও, কিন্তু গত শতকের পঞ্চাশের দশকে, স্বপ্নপ্রদোষের মত একটা সময়ে সেই গান আমাদের মনে ঠিক কী উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, আজ এত বছর পরেও তা অনুভব করি স্পষ্ট। তখন গোটা দেশ মারের সাগর পাড়ি দিচ্ছে। সেই অনিশ্চিত প্রহরে আমরা শুনলাম নবজীবনের গান। আক্ষরিকই, 'নবজীবন'! এ ছাড়া আর কী বলেই বা সেই সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করা যাবে?

অতি সাধারণ পোশাক পরে থাকতেন বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

নারায়ণ সরকার

বিজ্ঞানী রসায়নবিদ, দার্শনিক, প্রবন্ধকার, কবি এবং স্বদেশপ্রেমী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনের একটি কক্ষ। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি খাটিয়া, দুটি চেয়ার, ছোট একটি খাবার টেবিল, একটি পড়ার টেবিল ও জামাকাপড় রাখার একটি সস্তা আলনা। পড়নে থাকত কম দামের মোটা খাটো ধুতি, চাদর, গেঞ্জি অথবা গায়ে একটি কোট। এক রাশ দাড়িগোফ মুখে। চুলে চিরুনি পড়েনি। সকালে এক পয়সার বেশি জলখাবার হলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। অনান্য খাবার দাবারও খুব সাদামাটা। অথচ তখন মাসিক আয় হাজার টাকার উপরে। মোট আয় থেকে নিজের জন্য মাত্র ৪০ টাকা রেখে বাকি সব দান করে দিতেন। বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরে স্যার পি.সি. রায়ের নাম লেখা ছিল বিজ্ঞানী বেশে বিপ্লবী। ১৯১৯ সালে ১৮ জানুয়ারী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। স্যার পি.সি.রায় সেখানে যোগ দিয়ে বলেন - আমি বৈজ্ঞানিক, গবেষনাগারেই আমার কাজ, কিন্তু এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। আমি অনিষ্টকর এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে আমি বৈজ্ঞানিকের দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রাম সেবকদের সাথে গ্রাম সেবক আর অর্থনীতিবিদদের মহলে অর্থ নীতিজ্ঞ। রসায়ন শাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য আচার্য দুনিয়া জুড়ে পরিচিত হন।

তাঁর পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায় এবং মাতার নাম ভুবন মোহিনী দেবী। ছোটবেলায় মায়ের নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি এরপর পাঠশালা এবং পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত এম.ই. স্কুলে ৯ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করে



পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কোলকাতায় চলে আসেন। ১৮৭২ সালে কলকাতার হেয়

অমিল আত্রেয়ীর রুপোলি রাইখোর কমছে দেশীয় মাছের জোগান

রতন দে, বালুরঘাট, ১৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজো পেরোলেই একসময় বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে মিলত প্রচুর রাইখোর মাছ। নদীর এই পরিচিত রুপোলি মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন মৎস্যজীবীরা। তহবাজার- সহ শহরের বিভিন্ন বাজারেও থাকত পর্যাপ্ত জোগান। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই ছবি। এ বছর কালীপুজো পেরিয়েও বাজারে আগের মতো দেখা মিলছে না আত্রেয়ীর উৎকৃষ্ট মানের রাইখোরের। অল্প পরিমাণে পাওয়া গেলেও চাহিদার তুলনায় জোগান অনেকটাই কম বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীরা। রাইখোরের জোগান কমার পিছনে নদীদূষণ প্রজননক্ষেত্রের ক্ষতি এবং অতিরিক্ত মাছ ধরার প্রবণতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ২০২৪ সালের আগস্টে জেলা মৎস্য আধিকারিক অভিজিত সরকার জানিয়েছিলেন, শহরের প্লাস্টিক বর্জ্য মিশ্রিত দূষিত জল নদীর কিনারায় গিয়ে পড়ছে। ফলে মাছের বংশবিস্তারের উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। প্রতিকূল আবহাওয়াও মাছের প্রজননে প্রভাব ফেলছে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রেও আত্রেয়ীর রাইখোরের উপর অতিরিক্ত মাছ ধরার চাপের বিষয়টি উঠে এসেছে। গবেষকদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এই মাছের ক্ষেত্রে মাছ ধরার হার সর্বোচ্চ টেকসই সীমা ছাড়িয়েছে। ভারতে প্রজাতিটিকে বিপন্নপ্রবণ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিকে নদীতে দেশীয় মাছের সংখ্যা বাড়াতে গত ৪ নভেম্বর আত্রেয়ীতে রুই কাতলা ও রাইখোর- সহ প্রায় দেড় লক্ষ পোনা ছাড়া হয়েছে। মৎস্য সঞ্চারণ কর্মসূচির ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। তবে শুধু পোনা ছাড়াই যথেষ্ট নয়। নদীদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রজননক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং নির্বিচারে মাছ ধরা বন্ধ না হলে আত্রেয়ীর ঐতিহ্যবাহী রাইখোরের জোগান ফেরানো কঠিন বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।



প্রজা মেইল বহুভাষিক কবি সম্মেলন, ২০২৬ ফেস্টিভাল এক্সিকিউটিভ মিটিং

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ঃ দিল্লির সিজিও কমপ্লেক্সে প্রজামেইল বহুভাষিক কবি সম্মেলনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে দিল্লি এবং এনসিআর-এর সদস্যদের এক বৈঠক প্রবাদ মেইল বহুভাষিক কবিতা উৎসবের সাথে সংযুক্ত করা হয়। বৈঠকে কর্মশক্তি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত অনেক দিক বিবেচনা করা হয়। যেখানে স্পনসর তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞাপনের চিঠি নির্বাহী সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। সারা দেশ থেকে সম্ভাব্য কবিদের আগমন সম্পর্কে আলোচনা এবং অডিটোরিয়াম বুকিং থেকে প্রধান অতিথিদেরও বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও বহুভাষিক কবিদের কবিতা সংকলনকে কবিতা প্রবাহের মুক্তির ব্যাপারেও সমালোচনা করা হয়েছে। এইবার, কবিদের সম্মান দিতে বিশেষ করে চিন্তা ছিল, জাতীয় কবিতা সম্মান, কবি গুরু সম্মান ইত্যাদি। মূলত, এই কর্মসূচির আর্থিক দিক নিয়ে একটা গুরুতর আলোচনা হয়েছে। প্রজা মেইল বহুভাষিক কবিতা উৎসব এবং অনার্স অনুষ্ঠান, ২০২৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর সভাপতি অরুণ কুমার বার্মান এবং জাতীয় সাধারণ সম্পাদক আশিষ মোরাদাবাদির এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং প্রবাদ প্রকাশ প্রীতি বার্মান কর্তৃক রূপরেখা প্রদান করেন। এ ছাড়াও মিসেস হেমা বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খেয়েছিলেন মিসেস নাজ, অনুরাগ শ্রীভাস্তা, পরসরাম, মিস. শাকিনা, মিস. জাহনাভি কাকটি, ইমরান, আজমাত, মিস গারিমা ইত্যাদি। গত চার বছরের মত এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য অংশ নিয়েছেন।



স্ত্রী বাড়ি ফিরতে রাজি না হওয়ায় কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১৮ নভেম্বর ঃ স্ত্রীর বাপের বাড়ির এলাকায় কার্তিক পুজো বিখ্যাত। আবার স্বামীর বাড়ির এলাকার কার্তিক পুজো বড় করে হয়। তাই স্বামী চেয়েছিলেন, কার্তিক পুজোয় স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতেই ফিরে আসুক। কিন্তু স্ত্রী আসতে চাননি। জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাপের বাড়িতে কার্তিক পুজো দেখেই শ্বশুরবাড়ি ফিরবেন। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় দু'জনের। তার পরেও কার্তিক পুজোয় স্ত্রীকে কোনও ভাবেই বাড়ি ফিরতে রাজি করাতে না পেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করলেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর আলুনির মাঠ এলাকার বাসিন্দা সুধন ঘোষ (৪১)। ভাইফোঁটায় দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন সুধনের স্ত্রী গৌতমী। পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার সুধন তাঁকে ফোন করে বাড়ি ফিরে আসতে বলেন। কিন্তু গৌতমী ফিরতে রাজি হননি। তার পরেই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সুধন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয় সুধনের ভাই তাপস মণ্ডল বলেন, 'আমাদের এখানে কার্তিক পুজো বড় উৎসব। আবার বৌদির বাপের বাড়ি কাটোয়াতেও কার্তিক পুজোয় খুব ধুমধাম করে হয়। দাদা বৌদিকে কার্তিক পুজোর আগে বাড়ি ফিরে আসতে বলেছিল। কিন্তু বৌদি জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাপের বাড়িতেই কার্তিক লড়াই দেখে ফিরবে। এ নিয়ে ওদের কথা কাটাকাটি হয় রবিবার। তার খানিক বাদেই দাদা চিৎকার করে বলে আমাকে বাঁচা। আমি কীটনাশক খেয়েছি।' পরিবারের লোকেরা জানান, প্রথমে সুধনকে পূর্বস্থলী ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই মৃত্যু হয় সুধনের।



নোটিশ

আমমোক্তারনামা

১) পিনাকী রঞ্জন নন্দী ২) রঞ্জিত কুমার নন্দী ৩) অরুপ কুমার নন্দী সকলের পিতা- ধীরেন চন্দ্র নন্দী সাং- বোলপুর, মিশনকম্পাউন্ড, বীরভূম।

বিগত ইং ০৭.০২.২০০৮ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত নং IV-10/2008 আমমোক্তারনামায় ধ্রুবজ্যোতি নন্দী পিতা ধীরেন চন্দ্র নন্দী সাং- বোলপুর, মিশনকম্পাউন্ড, বীরভূম। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম থানা- বোলপুর মৌজা- বাঘগোড়া JL- ১০০ - এল আর খতিয়ান নং-১৭৬৮, ২৬২১, ২৩৩ এর সমস্ত দাগ বিক্রয় করিতে পারবেন। যাহা তিনি ০৪.০৭.২০০৯ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির I-3981 কোবলা দলিল মুলে ও উপরোক্ত খতিয়ান ভুক্ত অন্য সম্পতি বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

ইতি-
স্বপন মেটে

NORTH DUM DUM MUNICIPALITY

163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051

Notice Inviting Spot Quotation/ Rate Proposal for Disposal of Vehicles

Quotations are invited vide Memo no: **NDDM/PH & conservancy/ Auction/5153, Dated: 17/11/2026** and the period of submission & inspection of vehicles from **19.11.2026 to 09.12.2026, from 10:00 Hrs. to 17:00 Hrs &** the details have been published in website of North Dum Dum Municipality: www.northdumdummunicipality.org and notice board of North Dum Dum Municipality.

Sd/-
Executive Officer
North Dum Dum Municipality

NORTH DUM DUM MUNICIPALITY

163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051
PHONE: (033) 2514-2101/2514-2494, FAX - (033) 2514-2990
Website: http://www.northdumdummunicipality.org
E-mail ID: northdumdum@gmail.com

Memo No. NDDM/PWD/5177 **Date: 18.11.2026**

NOTICE INVITING e-Tender

Please visit Municipal web site as stated above and e-Procurement wbtender Portal for apply to the tender floated for Civil Works vide **NIeT No. WBMAD/NDDM/PWD/NIeT-308/26-27 Dated 18.11.2026**

Sd/-
Administrator
North Dum Dum Municipality

কচুরিপানায় ঢেকেছে চুপির পাখিরালয়ের জলাশয়, নৌকা নিয়ে পাখি দেখাতে সমস্যায় মাঝিরা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৮ নভেম্বর ঃ শীত পড়লেই আনাগোনা শুরু পড়ে যায় পাখিদের। হাজির হন পক্ষীপ্রেমী পর্যটকরাও। কিন্তু পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালয়ের জলাশয়ে কচুরিপানায় ভরে ওঠায় বিদেশী পরিযায়ী। পাখিদের সঙ্গে হতাশ পর্যটকরাও। সাধারণত জলাশয় নৌকায় ঘুরে পাখি দেখেন পর্যটকরা। কিন্তু কচুরিপানার কারণে নৌকো নিয়ে যেতে পারছেন না মাঝিরা। পর্যটকরা এসে কচুরিপানায় ভরা জলাশয় দেখে ফিরছেন। মরশুমের শুরুতেই এই পরিস্থিতি দেখে দুশ্চিন্তায় নৌকোর মাঝি সহ পর্যটকদের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। তারাও চান দ্রুত কিছুটা কচুরিপানা সরানো হোক। প্রশাসনিক সূত্রে খবর ওয়াচ টাওয়ার মিউজিয়াম সহ পরিকাঠামোর উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মূল গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছাড়ি গঙ্গা বলে পরিচিত প্রায় ১১ কিলোমিটার লম্বা অশ্বআকৃতির জলাশয় গত ৩০ বছর ধরে শীতে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখির দল। পূর্বস্থলীর চুপি ও কাষ্ঠশালীদের শীতে দেখা যায় আই সিলিং, ডাক রেডকে, সহ কিছু প্রজাতির দেশে বিদেশী পরিযায়ী পাখি। পাখির টানেই এখানে হাজিরন পর্যটকরা। স্থানীয় মাঝিরা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নদীতে ঘুরিয়ে পাখি দেখান তাদের। সাম্প্রতিক সময়ে পক্ষীপ্রেমীদের অন্যতম গন্তব্য চুক্তির পাখিরালয়। কিন্তু কয়েক বছর যাবত ধরে পাখিরালয়ের জলাশয়ে কচুরিপানার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, গত বছর মাঝিরা নিজেদের উদ্যোগে কচুরিপানা পরিস্কার করলেও এবার তার মাত্রা অনেকটাই বেড়েছে যে মাঝিদের পক্ষে তা আর সরানো সম্ভব নয়। শাহাবুদ্দিন শেখ নামে এক মাঝি বলেন ১৫ বছর ধরে নৌকায় পর্যটকদের গড়াচ্ছি কিন্তু এবার জলাশয় কচুরিপানা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আগে আমরা তা সাফ করেছি এবার তার পরিমাণ অনেকটাই বেড়েছে যে সেটা আমাদের পক্ষে পরিস্কার করা সম্ভব নয়, অন্য এক মাঝি হায়দার বিশ্বাসের বক্তব্য রেট ক্রেস্টেড প্রচারের মত পরিযায়ী পাখি আসতে শুরু করেছে। পক্ষীপ্রেমীরা এদিকে দিয়ে নৌকায় যেতে না পেরে নদীর নদীয়ার দিক দিয়ে নৌকোয় চাপছে। এমন হলে ক্ষতির মুখে পড়তে হবে, জলাশয়ে এত কচুরিপানা যে পাখিরা ঘোরাফেরা করতে পারছে না।



বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে 'হিট' কলেজ ছাত্রীর সুপারফুড ব্রেকফাস্ট, সুস্থ থাকার নতুন পাঠশালা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের হৃদপিণ্ড ব্যারাক স্কোয়ার ময়দান। আর এই ময়দানে প্রতিদিন সকালের ভিড় চোখে পড়ার মতো। কারণ স্বাস্থ্য সচেতন বহরমপুরবাসীর প্রাতঃভ্রমণের অন্যতম গন্তব্য এখন এই ময়দান। তবে শুধু প্রাতঃভ্রমণ নয়, প্রাতঃ ভ্রমণের পর স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। বহরমপুরেরই এক কলেজ ছাত্রী গায়েত্রী ভকত মাঠের পাশেই নিয়ে বসছেন তাঁর স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টের পসরা। সকাল সকাল দৌড়ঝাঁপ, হাঁটা সেরে ঘর ফিরতি মানুষ একবার দাঁড়াচ্ছেন তাঁর স্টলের সামনে। হাতে তুলে নিচ্ছেন প্রোটিন বোল কিংবা অ্যাভোকাডো স্যুপ অথবা ওটস, আমলা জুস। কারণ এত ন্যূনতম দামে প্রোটিন সমৃদ্ধ এই ধরনের স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টের লোভ সামলাতে পারছেন না কেউ। এত সকাল সকাল হাঁটা চলা, শরীর চর্চা করে অয়েলি, স্পাইসি ডালপুরি বা লুচি তরকারি খেয়ে নতুন করে ক্যালরি বাড়ানোর পর্ব এখন শেষ। সকলেই এখন স্বাস্থ্য সচেতন। তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে আসা প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের এখন ওয়ান স্টপ ডেস্টিনেশন গায়ত্রী ভকতের হেলদি ব্রেকফাস্ট। এই প্রসঙ্গে কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রী গায়ত্রী জানান, আমি চাই সবাই হেলদি ব্রেকফাস্ট করুক। তাই তেল ছাড়া ব্রেকফাস্টের বিভিন্ন আইটেম আমার স্টলে রেখেছি। এখানে আপনারা কোনও ধরনের ফাস্টফুড পাবেন না, সবটাই প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার। গায়ত্রী আরও বলেন আমাদের খাবারের তালিকায় মোট আট রকমের আইটেম রয়েছে। এর মধ্যে থাকছে ওটস, আপেল, আমলা জুস। প্রোটিন বোল। তার মধ্যে থাকছে ছোলা, বাদাম, শশা, গাজর। এছাড়াও আমরা করছি অ্যাভোকাডো টোস্ট, ওটস টোস্ট, গ্রিন টি এবং ব্ল্যাক কফি। গায়ত্রী জানান , আমি বাড়িতেও সব সময় হেলদি খাবার খেতেই পছন্দ করি। এই ধরনের হেলদি খাবার যেমন ওজন কমায়, তেমনই স্কিনের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। তাই আমার মনে হয়, নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য সকলেরই এই ধরনের হেলদি খাবার খাওয়া দরকার। তাই এখন ভোর ৬ টা বাজতে না বাজতেই ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে শুরু হয়ে যায় গায়ত্রীর ব্যস্ততা। একদিকে মর্নিং ওয়াকারদের ভিড়, অন্যদিকে তাঁর ছোট্ট স্টলে সাজানো রঙিন সব খাবার। কেউ নিচ্ছেন স্প্রাউটেড ছোলার প্রোটিন বোল, কেউ নিচ্ছেন ওটস আর ফলের মিক্স, কেউ আবার নিচ্ছেন আমলা জুস। দাম? মাত্র ৩০ টাকা থেকে ৮০ টাকার মধ্যে। শহরের কোনও ক্যাফেতে এই খাবার খেতে গেলে খরচ পড়ত ২০০-৩০০ টাকা। সেখানে গায়ত্রীর স্টলে এত কম দামে পেয়ে খুশি সকলেই। ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে প্রাতঃভ্রমণে আসা প্রণব হাজরা বলেন, সারা রাতের ফাস্টিং-এর পর সকালে একটা হেলদি ব্রেকফাস্ট খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে প্রোটিন ইনটেক করা দরকার। আগে প্রোটিন মানে আমরা শুধুই বুঝতাম ডিম সেদ্ধ। কিন্তু এখন বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন বোল পাওয়া যাচ্ছে, এমনকি বিভিন্ন ধরনের জুস আছে, যেগুলি ব্রেকফাস্টের জন্য খুবই স্বাস্থ্যকর। প্রণববাবু আরও বলেন, একজন ছাত্রী হয়ে এই ধরনের একটি উদ্যোগ নিয়েছে, তা দেখে খুবই ভালো লাগছে। আশা করি তাঁকে দেখে নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই ধরনের ব্যবসার কাজে উদ্বুদ্ধ হবে। বহরমপুরের মতো মফস্বল শহরে এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই ব্যতিক্রমী। যেখানে এতদিন সকালের খাবার মানেই ছিল লুচি, ডালপুরি, কচুরি, সেখানে এখন প্রোটিন বোল, অ্যাভোকাডো টোস্ট, ওটস, আমলা জুসের চাহিদা বাড়ছে। আর এই বদলের পেছনে রয়েছে এক কলেজ ছাত্রীর এই অভিনব উদ্যোগ। সব মিলিয়ে, ব্যারাক স্কোয়ার ময়দান এখন শুধু হাঁটার জায়গা নয়, সুস্থ থাকার পাঠশালাও বটে। আর সেই পাঠশালার সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষিকা এখন গায়ত্রী ভকত। তাই ভোরের আলোয়, তাঁর হাসিমুখ আর হেলদি খাবারের গন্ধে জমে উঠছে বহরমপুরের সকাল।

রিকভারি অফিসারের কার্যালয়
ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি 3)
8ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, 42C, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- 700071
রেফ. কেস নং TRP/6/2015
(ও.এ. নং 311 / 2010)
ইনভেস্ট অ্যাসেটস সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন (প্রাইভেট) লিমিটেড
বনাম
মেসার্স দিব্যাংশ ও অন্যান্য

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

13.11.2026 তারিখের আদেশ নং 76 অনুসারে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি স্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। বিবরণ নিম্নরূপ:

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

মৌজা- চান্দিবেড়ি, জে.এল. নং 15, ব্লক- রাজারহাট, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং 265, সি.এস. দাগ নং 223, খতিয়ান নং 15 (বর্তমানে 16/1), হোল্ডিং নং RGM/15/23/5, রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং 15 এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কোসিপুর, দমদম, জেলা- উত্তর 24 পরগণায় অবস্থিত 60 ডেসিমল পরিমাপের জমি ও তার উপর নির্মিত ভবনসহ সমস্ত অংশ ও খণ্ড।

সম্পত্তিটি "যেখানে আছে, যেমন আছে এবং যা কিছু আছে সেই ভিত্তিতে" এবং স্বাক্ষরকারী কর্তৃক 13.11.2026 তারিখে জারি করা বিক্রয়ের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রয় করা হবে।

বিক্রয়টি আয়কর আইন, 1961-এর দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত শর্তাবলী, তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলীর অধীন হবে। সম্পত্তিটি তফসিলে উল্লিখিত লটে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সম্পত্তির একটি অংশ বিক্রয় করে প্রাপ্য অর্থ আদায় হয়ে গেলে, অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করা হবে।

সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্য **2,46,40,000.00 টাকা (দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)**।

ইচ্ছুক ক্রেতাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা **22.12.2026 তারিখ বিকাল 14.00 টার** মধ্যে বায়না জমার অর্থ (EMD) **24,64,000.00 টাকা** সহ সিলবন্ধ খামে তাঁদের প্রস্তাব জমা দেবেন। EMD "দ্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতা"-র অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে। সঙ্গে থাকবে বিড আবেদনপত্র, সম্পত্তির বিবরণ, প্যান কার্ডের কপি, ঠিকানার প্রমাণ ও পরিচয়ের প্রমাণ, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নং, এবং কোম্পানি বা অন্য কোনো সংস্থার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব/অ্যাটর্নি নিশ্চিতকারী অন্য যেকোনো নথি এবং এরূপ জমার রসিদ/কাউন্টার ফাইল। সিলবন্ধ খামগুলি রিকভারি অফিসার, ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - III, কলকাতা-র উদ্দেশে ট্রাইব্যুনালের ঠিকানায় হাতে হাতে অথবা রেজিস্টার্ড / স্পিড পোস্টে পাঠাতে হবে। এর পরে জমা দেওয়া EMD ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে না। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **22.12.2026 বিকাল 14.00 টা**-র মধ্যে বা তার আগে, ট্রাইব্যুনালের কার্যালয়ে এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ রিজার্ভ মূল্যের 1%, অর্থাৎ **2,46,400 টাকা**।

সফল বিডারকে নিলামে সর্বোচ্চ ডাক ঘোষণার পরবর্তী তারিখে, অর্থাৎ বিকাল 2:30-এর মধ্যে, EMD সমন্বয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের 25% উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হলে, পরবর্তী প্রথম অফিস দিবসে। তারপর ক্রেতাকে বিক্রয়ের তারিখ থেকে 15তম দিনের মধ্যে বা তার আগে (সেই দিন বাদে), অথবা 15তম দিন রবিবার বা অন্য ছুটির দিন হলে, 15তম দিনের পরের প্রথম অফিস দিবসে, উপরে বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট 75% জমা দিতে হবে। উপরোক্ত ছাড়াও, ক্রেতাকে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতা-র কাছে 1,000 টাকা পর্যন্ত 2% এবং উক্ত পরিমাণের 1,000 টাকার অতিরিক্ত অংশের 1% হারে পাউন্ডেজ ফি এবং তার সঙ্গে 200 টাকা, রেজিস্ট্রার, ডিআরটি – III, কলকাতা-র অনুকূলে ডিডি-র মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষরকারী কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো সময়ে যেকোনো বা সব বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, অথবা অযৌক্তিক মনে হলে নিলাম স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে খেলাপ হলে, বিক্রয়ের খরচ বাদ দেওয়ার পর, স্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করলে, জমা অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হতে পারে এবং খেলাপকারী ক্রেতা সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের উপর, অথবা যার জন্য সম্পত্তিটি পরবর্তীকালে বিক্রয় হতে পারে সেই অর্থের উপর, সমস্ত দাবি হারাবেন। নতুন বিক্রয় ঘোষণা জারির পর সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রয় করা হবে।

ইচ্ছুক ক্রেতারা সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য লিঃ রিসিভার শ্রী বিশ্বজিৎ রায়, লিঃ অ্যাডভোকেট এবং **ইনভেস্ট অ্যাসেটস সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন (প্রাইভেট) লিমিটেড**-এর সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী অঙ্কিত শেট্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ব্যাংক অফিসারের সঙ্গে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাপেক্ষে **01.12.2026 থেকে 18.12.2026** পর্যন্ত বেলা 1100 টা থেকে 1500 টার মধ্যে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যাবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় **24.12.2026** বেলা 1100 টা থেকে 1300 টার মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে, প্রতিবার 3 মিনিটের স্বয়ংক্রিয় সময় বৃদ্ধিসহ, যতক্ষণ না বিক্রয় সম্পন্ন হয়। ই-নিলাম ও বিডিং মেসার্স ই-প্রোকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট **https://drt.auctiontiger.net**-এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"-এর দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবসার ঠিকানা: B-705, ওয়াল স্ট্রিট - II, অপ. ওরিয়েন্ট ক্লাব, নিকটে গুজরাট কলেজ, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ - 380006, গুজরাট। যোগাযোগকারী ব্যক্তি: শ্রী রাম শর্মা, মোবাইল- 8000023297, ই-মেইল: ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, হেল্প লাইন: 9265562818/9265562821/079-6813 6842/6869।

উপরোক্ত নিলাম, বিক্রয়ের ঘোষণাপত্র, ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র ফর্ম এবং বিস্তারিত শর্তাবলী ও বিডিং সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.drt.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

শ্রী অঙ্কিত শেট্টি, সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট, মোবাইল 9920587626, ই-মেইল- ankit.shetty@inventarc.com, রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইনভেস্ট অ্যাসেটস সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, বাখতাওয়ার, স্যুট B, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্যাকবে রিক্ল্যামেশন, 229, নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বাই - 400021, ই-নিলামের সমন্বয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর ও আমার স্বাক্ষরসহ প্রদত্ত হল, এই তারিখে: 13.11.2026।

স্বা/-
(প্রদীপ কুমার মণ্ডল)
রিকভারি অফিসার, ভারত সরকার
কলকাতা ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-3

বেলুড় মঠ থেকে জয়রামবাটি ভায়া কামারপুকুর নতুন এসি ভলভো বাস পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৮ নভেম্বর ঃ বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি পর্যন্ত চালু হল নতুন এসি ভলভো বাস পরিষেবা। বুধবার সকাল ১১টায় বেলুড় মঠের প্রধান ফটকের সামনে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং। ডব্লিউবিটিসির উদ্যোগে চালু হওয়া এই বাসের নম্বর (ACT-11)। বাসটি বেলুড় মঠ থেকে ডানকুনি, চাঁপাডাঙা, আরামবাগ ও কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি পর্যন্ত চলবে। এই পরিষেবার ফলে রামকৃষ্ণ মঠ ও সারদা মায়ের জন্মস্থান দর্শনে যাওয়া ভক্তদের যাতায়াত আরও সহজ ও আরামদায়ক হবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই বাসে মহিলাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা থাকবে। মন্ত্রী জানান, আগামী দিনে যাত্রী চাহিদা অনুযায়ী বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। ইতিমধ্যেই পরিবহণ দপ্তর ৩০টি সরকারি ভলভো বাস আনছে। নতুন বাসে বায়ো-টয়লেট, আরামদায়ক আসন-সহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

লামডিং ডিভিশনে এসঅ্যান্ডটি সম্পর্কিত কাজ

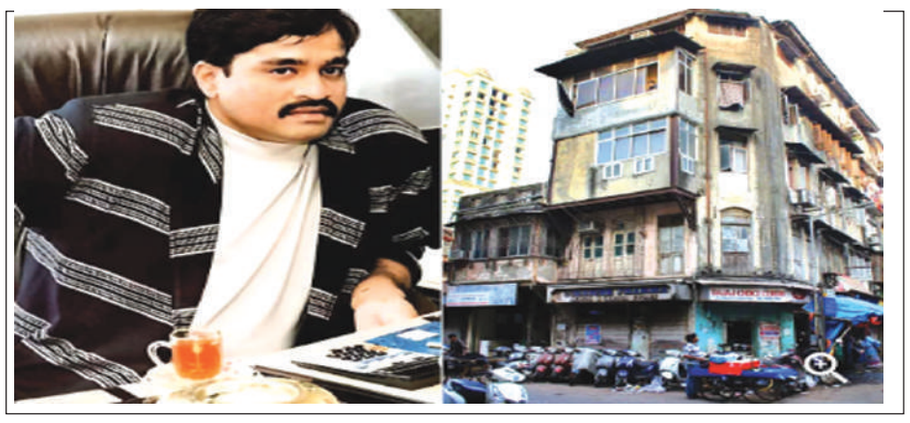
ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-৪৫-এলএমজি-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ১৬-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের চাপরমুখ শাখা সহ কামাখ্যা-জামুগুড়ি সেকশনে ০২ (দুই) বছরের জন্য ৮৬টি কিলোস্কর নির্মিত পরিবেশ বান্ধব ডিজি সেটের (৩০ কেভিএ ০২টি, ১৫ কেভিএ ৫০টি, ১২.৫ কেভিএ ০২টি এবং ৭.৫/৫ কেভিএ ৩২টি) পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ত্রুটি মেরামতের কাজ সম্পাদন। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৪৩,২৫,৯৭৩.৭৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৮৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ** হওয়ার তারিখ ও সময় **০৮-১২-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ SCL/Engg/78 of 2026; তারিখঃ 13.11.2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/V/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে বরাই গ্রাম জং. - নিলামবাজার-এর মধ্যে কেএম ১৯/৩-৪-এ একটি অতিরিক্ত ওপেনিং-এর ব্যবস্থ

মুম্বইয়ে বুলডোজারের কোপে দাউদের পৈতৃক বাড়ি, ভাঙা পড়তে পারে



মুম্বই, ১৮ নভেম্বর ঃ মুম্বইয়ে বুলডোজারের কোপে দাউদের পৈতৃক বাড়ি, ভাঙা পড়তে পারে লাগোয়া মসজিদওদ্ভদ্ভ দ্ভভাঙা পাতে চলেছে মুম্বইয়ে দাউদ ইব্রাহিমের পৈতৃক বাড়ি। বৃহনমুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারে অবস্থিত ' ইসমাইল হাজি হাবিব মুসাফিরখানা' নামের এই বাড়িটি ভেঙে ফেলতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বিএমসির তরফে। বাড়িটি বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে ঘোষণা করে ১৮-১৯ নভেম্বরেই সেটি ভাঙা পাবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বাড়ি লাগোয়া মসজিদটিও ভাঙা পাতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।ভ্তাত ১৬ নভেম্বর বিএমসির তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়, দাউদের ওই বাড়িটি সি-১ ক্যাটাগরির। অর্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রশাসন জানিয়েছে, ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট বোম্বে হাই কোর্ট ভবনটি নিয়ে নির্দেশিকা জারি করে। এরপর থেকেই শুরু হয় উচ্ছেদ ও ভাঙার প্রক্রিয়া। জানা যায়, এই বাড়িতে বসেই ১৯৯৩ সালে মুম্বই হামলার পরিকল্পনা করেছিল আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম। ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে এই বাড়িতেই থাকত দাউদ ও তার পরিবার।ভ্তজানা যায়, এই বাড়িতে বসেই ১৯৯৩ সালে মুম্বই হামলার পরিকল্পনা করেছিল আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম।ভ্তবাড়ি ভাঙার নোটিস জারি করা হলেও বিএমসির তরফে বুধবার একটি সভা ডাকা হয়েছে। কমিশনার অশ্বিনী ভিডের উপস্থিতিতে সেখানে ওই ভবন ভাঙার বিষয়ে আলোচনা হবে। বাড়ি ভাঙার পাশাপাশি মসজিদ ভাঙার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এখান থেকেই। জানা যাচ্ছে, বাড়ি লাগোয়া এই মসজিদে প্রার্থনা করেন স্থানীয়রা। ফলে এই বুলডোজার অভিযানে আপত্তি রয়েছে তাঁদের। প্রশাসনের তরফে অবশ্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে আশপাশের বাড়ি বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়েছে।ভ্তবে দাউদের বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক আমিন প্যাটেল। এক সাক্ষাকারে তিনি বলেন, এই বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ রয়েছে। বিএমসি আজ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এই ইস্যুতে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। পাশাপাশি মসজিদের বাসিন্দারা ভবনটির পুনর্নির্মাণের পর একই স্থানে স্থায়ী জায়গা দাবি করছেন, কোনও অস্থায়ী বাসস্থান নয়।

মহিলাদের সঙ্গে 'মোচ্ছব' তেলেঙ্গানার পুলিশকর্মীদের 'কুকীর্তি' ভাইরাল



১৮ নভেম্বর ঃ এই ঘটনায় তেলেঙ্গানার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন ব্যক্তিগত ওই অনুষ্ঠানে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে যাওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না?

ফার্মহাউসে মহিলাদের সঙ্গে 'মোচ্ছব' পুলিশের! ভাইরাল ভিডিও।

থানায় ডিউটিতে যোগ না দিয়ে ফার্মহাউসে মোচ্ছব! দেদার মদ্যপানের সঙ্গে সুইমিং পুলে মহিলাদের সঙ্গে নাচ। তেলেঙ্গানার (স্খ্ধঃজ্ঘচ্ছঞ্জজ্ঘ) একদল পুলিশকর্মীর এহেন কর্মকাণ্ড ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। গোটা ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ওই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন একাধিক মহিলা পুলিশকর্মীও। জানা যাচ্ছে, এই ঘটনা তেলেঙ্গানার মানচেরিয়াল জেলার। সেখানে বালামপল্লি ওয়ান টাউন থানার পুলিশকর্মীরা ডিউটি ফাঁকি দিয়ে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেই অনুষ্ঠানেরই একের পর এক ভিডিও সামনে আসে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, পুলিশকর্মীরা মদ্যপান করতে করতে বৃত্তাকারে নাচ করছেন। এরপর সুইমিংপুলে একাধিক মহিলার সঙ্গে নাচতে দেখা যায় তাঁদের। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয় বিতর্ক। প্রবল সমালোচনার মুখে নাচো বসে প্রশাসন। গোটা ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই ঘটনায় তেলেঙ্গানার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন ব্যক্তিগত ওই অনুষ্ঠানে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে যাওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না? সেখানে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কার কার ছুটি ছিল এবং কারা ডিউটি ফাঁকি দিয়ে ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও পুলিশকর্মী নিয়ম লঙ্ঘন করে সেখানে গিয়েছিলেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যদি কেউ ডিউটি ছোড়ে সেখানে গিয়ে থাকেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

ফের হাওড়ায় সাংসদের পদত্যাগের দাবিতে পোস্টার, নিশানায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়!



নিখোঁজ পোস্টারের বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার হাওড়ায় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে পোস্টার ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হল। সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই পোস্টার লাগানো হয়। সাংসদের পদত্যাগের দাবির পাশাপাশি তাঁর সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যকেও হাতিয়ার করেছে দল। রাজ্য সমাজবাদী পার্টির সভাপতি শ্রীকান্ত ঘোষের অভিযোগ, সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, রাজনীতি করতে তাঁর আর ভালো লাগে না, তাই তিনি ফুটবল মাঠেই বেশি সময় কাটাচ্ছেন। শ্রীকান্তবাবুর প্রশ্ন, রাজনীতি করতে ভালো না লাগলে সাংসদ পদ আঁকড়ে থাকার কারণ কী? তাঁর দাবি, সাংসদ পদত্যাগ করলে অন্য কেউ হাওড়ার উন্নয়ন ও মানুষের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ পাবেন। শহরের মানুষ তাঁদের প্রাপ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ভাইফোঁটার দিন হাওড়া ময়দান এলাকায় সাংসদের নিখোঁজ হওয়ার পোস্টার পড়াকে কেঃদ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবার সরাসরি পদত্যাগের দাবিতে সমাজবাদী পার্টির এই পোস্টার ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ ও পোস্টার নিয়ে এখনও সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

'সংরক্ষণ কেড়েছিলেন মমতা'

১-র পাতার পর-এখানেই না থেমে, বরাদ্দ সরকারি অর্থের সঠিক সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ঠিকমতো পাচ্ছে কি না, তা জানতে হস্টেলের খুদে আবাসিকদের সঙ্গেও সরাসরি কথা বলেন তিনি। মঞ্চে ডেকে নেন পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে। খাবারদাবারের পরিমাণ ও তার পুষ্টির মান ঠিকঠাক রয়েছে কি না, তা তিনি ওই খুদে পড়ুয়ার কাছে জানতে চান। ছাত্রছাত্রীরা যখন সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক ও সন্তোষজনক জবাব দেয়, তখন খানিকটা হেসে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত শিক্ষক ও পরিচারকদের উদ্দেশে রসিকতার সুরে বলেন, ''পাশ থেকে কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে না তো?'' এরপর আর হাসিখুশি মেজাজে না থেকে সম্পূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে হস্টেল ওয়ার্ডেনদের সতর্ক করে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেন যে ছোট ছোট পড়ুয়াদের খাবারের গুণগত মানের সঙ্গে কোনও ধরনের আপস বা অনিয়ম সরকার বরদাস্ত করবে না।

'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন'

১-র পাতার পর-কী বাণিজ্যিক সুযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও খনি ক্ষেত্রকে পাখির চোখ করছে অস্ট্রেলিয়া। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের বিদেশি শাখা ক্যাম্পাস খুলছে এবং বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া খনি ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানের কথা তুলে ধরে জানানো হয়েছে, আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'আইএমএমই' সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া থেকে সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি দল আসতে চলেছে, যেখানে ৫০টিরও বেশি অস্ট্রেলীয় সংস্থা অংশ নেবে।

পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক আসানসোল স্টেশন পরিদর্শন করলেন,অমৃত ভারত স্টেশন স্কীম এবং গতি শক্তি প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করলেন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে আজ আসানসোল বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) শ্রী শৈলেন্দ্র প্রতাপ সিং, আসানসোলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) শ্রী সংগ্রহ মৌর্য, এবং প্রধান বিভাগীয় প্রধানগণ (পিএইচওডি) ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকগণ। এই পরিদর্শনের সময়, মহাব্যবস্থাপক যাত্রীদের চলাচল ও সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়নের জন্য স্টেশনের কলাপসেবলসার্কুলেটিং এরিয়া, ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) এবং প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। একই সাথে তিনি অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বাস্তবায়িত আধুনিকীকরণ কাজের পূর্বের ও পরের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গতি শক্তি উদ্যোগের প্রধান পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির চলমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। আজকের পরিদর্শনের সময়, মহাব্যবস্থাপক বিশেষভাবে পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন যে সাইট সুরক্ষার প্রকৃত পদ্ধতি এবং দৃশ্যমান সাইট ব্যবস্থার কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কাজের সম্মুখভাগের পাশ দিয়ে অবিচ্ছিন্ন সবুজ নিরাপত্তা জাল (গ্রিন সেফটি মেস ফেন্সিং) স্থাপন করা, বেষ্টনীতে নির্মাণ ও প্রবেশ-নিষিদ্ধ সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড প্রদর্শন করা, স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ও পথচারীদের চলাচলের পথ থেকে কাজের অঞ্চলকে আলাদা করা এবং বেষ্টনীটিকে নির্মাণ এলাকা ও জনসাধারণের যাতায়াতের মধ্যে একটি স্পষ্ট দৃশ্যমান সীমানা হিসেবে তৈরি করা। ব্যারিকেড পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেন যে রেলওয়ে যাত্রী ও পথচারীদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত ছাড়পত্র (ক্লিয়ারেন্স) নিশ্চিত করতে ব্যারিকেডের স্থাযিত্ব, সঠিক সাপোর্ট এবং লকিং ব্যবস্থার উপর যথাযথ পরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে, পাশাপাশি সমস্ত নিষিদ্ধ এলাকায় সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড এবং বিপদের সাইনবোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা প্রোটোকল বিশদভাবে তুলে ধরে সচেতনতামূলক পোস্টার কার্যকর করতে হবে যার মাধ্যমে কর্মীদের কর্মক্ষেত্রের বিপদ এবং নিরাপত্তা সতর্কতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে, হেলমেট, সেফটি শু, রিফ্লেক্টিভ জ্যাকেট, গ্লাভস এবং প্রযোজেন অনুযায়ী সেফটি হার্নেস পরার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, উচ্চতায় কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, উত্তোলনের কাজ, স্ক্যাফোল্ডিং এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, বিপদ রিপোর্টিং এবং একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের প্রতি সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে উসাহিত করতে হবে। উচ্চ মান বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, মহাব্যবস্থাপক এবং জ্যেষ্ঠ আধিকারিকগণ বিভাগীয় আধিকারিকদের কঠোর তদারকি বজায় রাখতে, প্রকল্পের মাইলফলকগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে, সর্বোচ্চ মানের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ব রেল তাদের যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সুবিধাকে সবকিছুর ওপরে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি চলমান পরিকাঠামো উন্নয়ন।

ট্রাম্পের চিন সফরের আগেই 'পুরানো বন্ধু' পুতিনের মুখোমুখি জিনপিং!

আগামিকাল, বৃহস্পতিবারই অ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চিন সফরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তার আগে বুধবার ভোরে বেজিংয়ে পৌঁছেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আর এদিনই চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি। তাঁদের মধ্যে ঘণ্টাদুয়েক বৈঠক হয় বলে জানা গিয়েছে রুশ সরকারি সংবাদ সংস্থা ' সূত্রে।

কী নিয়ে কথা হয়েছিল দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে? রাশিয়া ও চিনের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এও জানা গিয়েছে, দু'জনই তাঁদের মধ্যে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, তার প্রশংসা করেছেন। বলে রাখা ভালো, চলতি বছরে এটাই তাঁদের তৃতীয় সরাসরি বৈঠক।

বৃহস্পতিবার ৩৩তম অ্যাপেক সম্মেলনে যোগ দিতে আসবেন ট্রাম্প। আর সেই সম্মেলনের ফাঁকে ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসার কথা ট্রাম্প-পুতিন-জিনপিংয়ের। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন পুতিন। এহেন পরিস্থিতিতে এদিন পুতিন-জিনপিংয়ের বৈঠক ঘিরেও জোরাল হয়েছে জল্পনা। মনে করা হচ্ছে, ট্রাম্পের সঙ্গে বসার আগে নিজেদের মধ্যে কি কোনও ' তৈরি করে রাখলেন দুই রাষ্ট্রনেতা? মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন এখনও নেভেনি। এই পরিস্থিতিতে এই বৈঠকে কী হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

সাংবাদিক বৈঠকে সোনিয়ার বই ছিঁড়লেন শিন্ডে সেনার নেতারা

১-র পাতার পর-উদ্ধব সেনার নেত্রী তথা মুম্বইয়ের প্রাক্তন মেয়র কিশোরী পেডনেকর কটাক্ষ করে বলেন, ''বালাসাহেবের অপমান কেউ বরদাস্ত করবে না। শিন্ডে শিবসেনার বালাসাহেবের প্রতি এই তথাকথিত ভালোবাসা পুরোপুরি ভুয়ো।'' অন্যদিকে, বিএমসি হেডকোয়ার্টারে মেয়র ঋতু তাওড়ের দফতরের বাইরেও বিক্ষোভ দেখান উদ্ধব সেনার কর্মীরা। পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে শিন্ডে সেনার দলীয় নেতা অময় ঘোলে বলেন, সোনিয়া গান্ধির বই এখন উদ্ধব সেনার কাছে 'ভগবদগীতা' হয়ে উঠেছে! তাঁরা সাফ জানান, যে ছবিটা ছেঁড়া হয়েছে সেটা মণি শঙ্করেরই, আর তাতেই গায়ে ফোস্কা পড়েছে উদ্ধব শিবিরের। এরপরেই উপমুখ্যমন্ত্রী তথা সেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে ডেকে পাঠান শাইনাকে। বিধানসভাতেই শিন্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। মুম্বই কংগ্রেসের সভাপতি বর্ষা গায়কোয়াড়ও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ''এটি কেবল একটি ছবির অপমান নয়, এটি মহারাষ্ট্রের গৌরব এবং বালসাহেবকে ভালবাসা লক্ষ লক্ষ শিব সৈনিকের অনুভূতির ওপর চরম আঘাত।''



কাঞ্চন মল্লিককে চন্দ্রমোহন পাকরাশির চরিত্রে দেখতে চোখ রাখুন 'ভুত গিন্নি জিলিপিলতা From ১৯৪২'-এ। আগামী ২৩ নভেম্বর শুরু হচ্ছে এই ধারাবাহিক।

এসএফআই-এবিভিপির বই-যুদ্ধে তপ্ত বইপাড়া!

১-র পাতার পর-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের বইও রাখা হয়।'' বুকস্টল ঘিরে এবিভিপির আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৃজনের দাবি, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকদের লেখার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো কোনও বই তাদের কাছে নেই। বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমকক্ষ কোনও উপাদান খুঁজে না পেয়েই এই ধরনের আক্রোশ দেখানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, এটি শুধু এসএফআইয়ের বুকস্টলে আক্রমণ নয়, বরং বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আত্মসম্মানে আঘাত করার চেষ্টা। বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। এবিভিপির বিক্ষোভকে কটাক্ষ করে সৃজন আরও বলেন, এই ঘটনার জেরে উল্টে এসএফআইয়ের বুকস্টল আরও বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। আগের দিন পুলিশ পাঠিয়েও সরকার কিছু করতে পারেনি, আর বুধবার এবিভিপির সদস্যরা এসে যা করেছেন, তা কার্যত হাস্যকর। তাঁর দাবি, বইয়ের বিরুদ্ধে এভাবে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়ে বিজেপি নিজেদের জনপ্রিয়তাকে আরও তলানিতে নামিয়ে আনবে। শেষে এবিভিপির এই ভূমিকার সমালোচনা করে তাদের প্রতি করুণা করা ছাড়া আর কিছু বলার নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আদালত অবমাননার নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

১-র পাতার পর-গিয়েছে, আইনজীবী প্রবীণ সিঙ্ঘল গত ২ নভেম্বর তাঁর একটি মামলার জরুরি তালিকাভুক্তির (আর্জেন্ট লিস্টিং) আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫ দিন কেটে গেলেও সেই আবেদনের কোনও জবাব পাননি বলে তাঁর দাবি। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত তাঁকে জানান যে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে ওই আইনজীবী পাল্টা দাবি করেন, মামলাটি অত্যন্ত জরুরি এবং তিনি আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। এরপরই এজলাসের মধ্যে গলা চড়িয়ে প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে তিনি আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে এজলাস থেকে বাইরে বের করে দেন। পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার এসসিবিএ-র সচিব প্রজ্ঞা বাঘেল প্রথম বিষয়টি প্রধান বিচারপতির নজরে আনেন এবং সিঙ্ঘলের মন্তব্যকে চরম নিন্দনীয় এবং অমার্জনীয় বলে অভিহিত করেন। এরপরই ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল (এজি) আর ভেঙ্কটরামানিকে চিঠি দেয় এসসিবিএ। অ্যাটর্নি জেনারেলও সেই আবেদনে সায় দেন।

সোনিয়ার বিরুদ্ধে মামলায় পুলিশের

১-র পাতার পর-থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি পুনরায় তা নথিভুক্ত করা হয়। তবে বিশেষ বিচারক গোগনের আদালতে রিভিশন পিটিশনের শুনানির সময় প্রবীণ আইনজীবী আর এস চিমার মাধ্যমে সোনিয়া এই অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করার একটি অপচেষ্টা মাত্র। সোনিয়ার আইনজীবী সওয়াল করেন যে, নথিপত্র জালিয়াতি বা বিকৃত করার কোনো দালিলিক প্রমাণ অভিযোগকারী পেশ করতে পারেননি। এছাড়াও সোনিয়ার তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত এবং ভোটার তালিকা তৈরি ও সংশোধনের কাজটি ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিধিবদ্ধ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

বাম আমল থেকে শুরু করে তৃণমূলের শাসনকাল-রেশন ব্যবস্থাকে ঘিরে একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে

মালদাঃ বাম আমল থেকে শুরু করে তৃণমূলের শাসনকাল-রেশন ব্যবস্থাকে ঘিরে একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কখনও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ, কখনও আবার উপভোক্তাদের প্রাপ্য রেশন থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার সেই রেশন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে তপর রাজ্য সরকার। আর সেই লক্ষ্যেই বুধবার মালদায় এসে আচমকা রেশন ব্যবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া।ভ্তবুধবার সকালে খাদ্য দপ্তরের মালদা জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক অঞ্চলের খেজুরিয়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে পৌঁছান তিনি। সেখানে গ্রামবাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেশন ব্যবস্থার পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। রেশন দোকান



থেকে সরবরাহ করা চালের গুণগত মান নিজের চোখে খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি রেশন কার্ডের শ্রেণি অনুযায়ী উপভোক্তারা নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী পাচ্ছেন কি না, তা নিয়েও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন।ভ্তশুধু তাই নয়, পুজোর মরশুমে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্ধেক দামে সরবরাহ করা চিনি, সুজি ও ময়দা উপভোক্তারা ঠিকমতো পাচ্ছেন কি না, সেই বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ নেন তিনি। রেশন ব্যবস্থায় কোনও অনিয়ম রয়েছে কি না, তা বুঝতে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।ভ্তপরিদর্শন শেষে খাদ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, রেশন ব্যবস্থায় কোনও ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। দুর্নীতির সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে ঘটনাস্থলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এমনকী দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।ভ্তমূলত সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের প্রাপ্য রেশন সামগ্রী সঠিক পরিমাণে এবং ভালো মানের পান, তা নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। মন্ত্রীর এই আকস্মিক পরিদর্শনে রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট মহলে স্বাভাবিকভাবেই তপরতা তৈরি হয়েছে।

'বাংলাকে ইউপি-গুজরাত বানাব

১-র পাতার পর-হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেন, ''বাংলাদেশ হলে আপত্তি ছিল না, ইউপি হলে কী অসুবিধা? যার অসুবিধা হচ্ছে বাংলাদেশে চলে যাক। বিনা ভিসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরজা খুলে দেব। যার অসুবিধা হচ্ছে বাংলায় থাকতে, সে বাংলাদেশে চলে যাক। ইউপি করব, গুজরাত করব, কারও বাপের হিম্মত থাকলে আটকাক!'' ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাংলায় ভাল ফল করার পরেও ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ধাক্কা খেতে হয়েছিল বিজেপি-কে। সেই পর্ব থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রচারের বর্শাফলক ছিল 'বাংলা-বিরোধী, বাঙালি-বিরোধী।'এমনকি ২০২১ সালের ভোটের পরে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথাগত রায়ও বাংলার বাইরের নেতাদের ভূমিকা এবং হিন্দি ভাষার আগ্রাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও একই রাস্তায় হেঁটে বিজেপি-কে ১৮ থেকে ১২-তে নামিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল।

হাতে সময় কম! এই তারিখের পর নিখরচায় করা যাবে না আধার আপডেট! এখনই সতর্ক হোন

১৮ নভেম্বর ঃএই বছরটা শেষ হতে আর মাস দেড়েকও বাকি নেই। এর মধ্যে যদি আধার আপডেট না করেন, তাহলে কিন্তু আফসোস করতে হবে। কেননা নতুন বছরে আপডেট করতে হলে খসাতে হবে গাঁটের কড়ি। সম্প্রতি আধারের নয়া অ্যাপ এনেছে ইউআইডিএআই। বাড়ি বসেই করা যাবে আপডেট। প্রসঙ্গত, ' আইডেন্টি ফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' যে অ্যাপ এনেছে তা ডাউনলোড করতে হবে স্মার্টফোনে। আর সেই অ্যাপের সাহায্যেই তথ্য সংযোজন-বিয়োজন করতে পারবেন অনায়াসে। বলে রাখা ভালো নাম, লিঙ্গ, জন্মের তারিখ, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের মতো তথ্য বদলাতে গেলে দিতে হয় ৭৫ টাকা। তবে ইমেল আইডি বদলানো এখনও বিনামূল্যেই করা যাচ্ছে। এবছরের ৩১ ডিসেম্বরের পরে হলে দিতে হবে ৭৫ টাকা। কিন্তু বায়োমেট্রিক আপডেটের সঙ্গে সঙ্গেই ডেমোগ্রাফিক আপডেট করা হলে সেক্ষেত্রে কোনও খরচ লাগছে না।



তবে ডকুমেন্ট আপডেটের ক্ষেত্রে কিন্তু সময়সীমা আরেকটু বেশি। ২০২৭ সালের ১৪ জুন পর্যন্ত নিজের পরিচয় ও ঠিকানার তথ্য সংক্রান্ত নথি জমা করা যাবে। আর তা করা যাবে ' আধার পোর্টাল'-এর সাহায্যেই। পাশাপাশি এও বলা যাক, বায়োমেট্রিক আপডেট গত সেপ্টেম্ব

গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির কাজ ত্বরান্বিত করতে সিকিম সরকারের সঙ্গে সমন্বয় মজবুত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)

মালিগাঁও, ১৮ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার আশীষ বনসাল



১৭ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গ্যাংটকে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং, সিকিমের সাংসদ ড. ইন্দ্র হ্যাং সুব্বা এবং সিকিম সরকারের মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেল পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময়, বনসাল তাঁকে 'সেহক- রংপো নতুন রেললাইন প্রকল্প'-এর সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। এর মধ্যে চলমান নির্মাণকাজ এবং প্রকল্পটির গতি ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি রয়েছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে রংপো-সারামসা এবং মেলি- ডেনটাম সমীক্ষা কাজের সর্বশেষ স্থিতি সম্পর্কেও অবহিত করেন। ৪৪.৯৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেবক-রাংপো নতুন রেললাইন প্রকল্পটি একটি কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো প্রথমবারের মতো সিকিমের সঙ্গে রেল সংযোগ স্থাপন করা। এই প্রকল্পটিতে হিমালয়ের অত্যন্ত প্রত্যান্থানপূর্ণ অঞ্চলে নির্মাণকাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এতে ১৪টি টানেল, ১৩ টি মেজর ব্রিজ ও ১০টি মাইনর ব্রিজ রয়েছে। এই রেল লাইনটির কাজ সম্পন্ন হলে, সিকিমের সাথে সংযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনকে সহজতর করবে, পর্যটনকে প্রসার ঘটাবে এবং সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পটি জুন ২০২৮-এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বনসাল সিকিমের সাংসদ ড. ইন্দ্র হ্যাং সুব্বা-র সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে 'সেবক-রংপো নতুন' রেললাইন প্রকল্প ও মেলি-ডেনটাম জরিপ কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। আলোচনায় সিকিমে রেল সংযোগ শক্তিশালী করার গুরুত্ব এবং পর্যটন, আঞ্চলিক বিকাশ ও আর্থ- সামাজিক অগ্রগতিতে এর সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সিকিম সরকারের মুখ্য সচিবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে 'সেবক-রংপো নতুন রেললাইন প্রকল্প' সম্পর্কিত সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেগুলিতে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এছাড়াও, প্রকল্পটি ত্বরান্বিত করার জন্য একটি সমন্বয় কাঠামো তৈরির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই মত বিনিময় সিকিমে রেল পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির সময়মতো অগ্রগতির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয় মজবুত করার ক্ষেত্রে 'উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)'- এর নিরন্তর প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। সেবক- রংপো নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পটি সিকিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মেট্রো রেলে 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট' ক্যাম্প চলছে

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ কলকাতা মেট্রো রেল, পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের বার্ষিক 'ডিজিটাল সার্টিফিকেট' (জীবন প্রমাণপত্র) জমা দেওয়ার



প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট' ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। আজ, ১৮.১১.২০২৬ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে আয়োজিত এই ক্যাম্পে অনেক মেট্রো পেনশনভোগী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র-যেমন আধার কার্ড, পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও), ব্যাঙ্ক পাসবুক / পেনশন অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল ফোন-সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মেট্রো রেলের আধিকারিকরা পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট তৈরি ও জমা দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছেন। এছাড়া, প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য ব্যাঙ্ক আধিকারিকরাও এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। পেনশনভোগীরা মেট্রো রেলের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং এই সুষ্ঠু ও ঝামেলামুক্ত প্রক্রিয়ার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের সুবিধার্থে আগামী ১৯.১১.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) এবং ২০.১১.২০২৬ (শুক্রবার) তারিখেও মেট্রো রেল ভবনে একই ধরনের ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। যেসব মেট্রো পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগী এই সুবিধা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে-তাঁরা যেন আধার কার্ড, পিপিও, ব্যাঙ্ক পাসবুক / পেনশন অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল ফোন নিয়ে এই ক্যাম্পগুলিতে উপস্থিত হন। উল্লেখ্য যে, বার্ষিক লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ৩০.১১.২০২৬। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সকল পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তাঁদের লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে।



পুলিশ বাহিনীর শারীরিক সক্ষমতা, কৌশলগত দক্ষতা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আজ, ১৮ নভেম্বর ২০২৬, নিমতৌড়ি পুলিশ লাইনে ট্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড এবং বিপর্যয় মোকাবিলা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র -এর শুভ উদ্বোধন করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা, আইপিএস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) শ্যামল কুমার মণ্ডল, ডব্লিউবিপিএস এবং জেলা পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকবৃন্দ। উদ্বোধনের পর পুলিশ সুপার নবনির্মিত প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন। ট্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ডে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম, শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কৌশলগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি, বিপর্যয় মোকাবিলা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের জলাশয়ে নৌকা ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ধারকাজের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোও পরিদর্শন করেন। এই দুটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র পুলিশকর্মীদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দক্ষতার সঙ্গে উদ্ধারকার্য পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও সক্ষম করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও আধুনিক প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে আরও শক্তিশালী ও জনসেবায় সদাপ্রস্তুত পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের অঙ্গীকার।



স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সি কে বিড়লা হসপিটালস-সিএমআরআই। ক্লাসিক এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় যৌথভাবে চালু হল 'আরোগ্য চেতনা' নামে একটি পাইলট স্বাস্থ্য কর্মসূচি। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৭ নভেম্বর, ২০২৬, সন্ধ্যা ৭টায় কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলের ক্রিস্টাল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের স্কুলপড়ুয়াদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সচেতনতা এবং সুস্থ জীবনযাপনের বিষয়ে উৎসাহিত করার পাশাপাশি একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ, মিনিস্টার অফ স্টেট (ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ) ফর ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস, ডাঃ শঙ্কর ঘোষ, ডাঃ সোমব্রত রায়, মিঃ সৈকত রায়, সিএমআরআই-এর বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ এছাড়াও সি ই ফাউন্ডেশন টীম থেকে মিসেস পোলা কর বিশ্বাস এবং মিঃ অনির্বাণ বিশ্বাস।

বর্ধমানে ভুয়ো রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট! চিকিৎসক-লাইসেন্স ছাড়াই চলছে প্যাথলজি ল্যাব, এফআইআর করে বন্ধ ডায়াগনস্টিক সেন্টার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ নভেম্বর ঃ রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকের কাছে ছুটছেন রোগীরা। চিকিৎসকের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা-সহ বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করাচ্ছেন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। সেই রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই শুরু হচ্ছে চিকিৎসা। অথচ সেই রিপোর্টই যদি ভুল হয়, যদি চিকিৎসক ছাড়াই তৈরি হয় পরীক্ষার ফল, যদি প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পরিকাঠামো ছাড়াই চলতে থাকে প্যাথলজি ল্যাব, তাহলে রোগীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগ উঠবে না কেন? বর্ধমান শহরের ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে পরপর দু'দিনের অভিযানে এমনই একাধিক গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ সামনে আনল পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন। কলকাতার একটি পরীক্ষাগারের রিপোর্টের সঙ্গে বর্ধমানের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রিপোর্টে বিস্তর অমিল ধরা পড়েছে। এমনকী ভুয়ো রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট তৈরির অভিযোগও তুলেছে কমিশন। ইতিমধ্যে অনিয়মের অভিযোগে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের বিভিন্ন নার্সিংহোম পরিদর্শনের পর বুধবার সকাল থেকে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে অভিযান চালায় কমিশনের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান তথা কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কমিশনের সদস্য ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। শহরের জেমস ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাইটেক, মেডিকেয়ার-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন চালানো হয়। বিশেষ করে বর্ধমানের খোসবাগান এলাকার প্যাথলজি ল্যাবগুলির পরিকাঠামো ও পরিষেবা খতিয়ে দেখতে গিয়ে একাধিক গুরুতর অনিয়ম নজরে আসে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। অভিযানের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়,



একই রোগীর পরীক্ষার রিপোর্টে দুই জায়গায় দুই রকম ফল। জানা গেছে, এক রোগীর কলকাতায় করানো প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট আগে থেকেই কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে ছিল। সেই রোগীকে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমানের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পৌঁছান তিনি। কলকাতার রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে নতুন করে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। কিন্তু বর্ধমানের পরীক্ষাগারের রিপোর্ট হাতে আসার পর দেখা যায়, কলকাতার রিপোর্টের সঙ্গে তার বিস্তর অমিল। একই রোগীর পরীক্ষার ফল কীভাবে এতটা আলাদা হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তরফে দাবি করা হয়, সকালে চিকিৎসকরা উপস্থিত থাকেন না। তাই তাড়াহুড়ো করে নিজেদের উদ্যোগেই রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে কীভাবে রোগ নির্ণয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে, তা নিয়ে কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করে। কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্ধমানের খোসবাগান এলাকায় ভুয়ো রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট তৈরির বিষয়টিও তাদের নজরে এসেছে। পরিদর্শনে আরও দেখা যায়, একাধিক প্যাথলজি ল্যাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নেই, কোথাও প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের অভাব, আবার কোথাও পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ানের ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ। অনেক জায়গায় পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। প্যাথলজি ল্যাব চালানোর জন্য যে ধরনের যোগ্যতা ও শংসাপত্র প্রয়োজন, সেগুলিও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়নি বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্বজিত বসু বলেন, বর্ধমানের মতো এত ডায়াগনস্টিক সেন্টার অন্য কোথাও নেই। আমাদের কাছে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়েই কাজ চালানো হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে, শুধু পরিকাঠামোগত ঘাটতিই নয়, পরীক্ষার রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। কমিশনের আর এক আধিকারিক তথা চিকিৎসক ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ল্যাবগুলির পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, বেশ কিছু জায়গায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান নেই। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মানও সন্তোষজনক নয়। প্যাথলজি ল্যাব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্রের অভাব রয়েছে। তিনি আরও বলেন, একজন প্যাথলজিস্ট একসঙ্গে ১০-১২টি ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না। ফলে বাস্তবে কোনও ল্যাবে তাঁর উপস্থিতি ও তদারকি কতটা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, পরিদর্শনে অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসার পর একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। তবে শুধু একটি প্রতিষ্ঠানেই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয় বলেই মনে করছে কমিশন। খোসবাগান এলাকার একাধিক প্যাথলজি ল্যাবের কাজকর্ম নিয়ে আরও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য, নিয়ম মেনে প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় মান বজায় রাখা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট ল্যাব বন্ধ করে দেওয়ার পথেও হাঁটতে হতে পারে। এই অভিযান নতুন করে বর্ধমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। কারণ, চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্যাথলজি রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তে শর্করার মাত্রা, হিমোগ্লোবিন, কিডনি বা লিভারের কার্যকারিতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংক্রমণ নির্ণয়-অসংখ্য চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে পরীক্ষার ফলের উপর। সেই রিপোর্ট ভুল হলে চিকিৎসক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হতে পারে, আবার সুস্থ মানুষকেও অযথা চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা, ভুল রিপোর্টের কারণে রোগীর জীবনও বিপন্ন হতে পারে। তাই প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে এই ধরনের ল্যাবগুলি কীভাবে কাজ চালাচ্ছিল? প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কীভাবে রোগীদের পরীক্ষা করা হচ্ছিল? নিয়মিত নজরদারির দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে কি এই অনিয়ম আসেনি? শুধু অভিযান চালিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে, নাকি গোটা জেলার ডায়াগনস্টিক পরিষেবার উপর নিয়মিত নজরদারি প্রয়োজন? কমিশনের এই পরপর দু'দিনের অভিযান বর্ধমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এখন দেখার, পরিদর্শনে উঠে আসা অভিযোগগুলির ভিত্তিতে আর কী কী পদক্ষেপ করা হয় এবং নিয়ম না মেনে চলা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না। ভুরোগীর কাছে পরীক্ষার রিপোর্ট শুধু এক টুকরো কাগজ নয়, অনেক সময় তা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। সেই রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রেই যদি অনিয়মের অভিযোগ ওঠে, তাহলে স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করবে কে?

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ মালদা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার এনে শিলিগুড়ির বাগডোগরা এলাকায় সরবরাহের একটি বড় ছক বানচাল করে দিল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এক মাদক পাচারকারী যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম বাবুল হোসেন। তার বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকায়। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য যথেষ্ট বেশি বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে যে, এক পাচারকারী মালদা থেকে বাসে করে তিনটি আলাদা প্যাকেটে করে প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার নিয়ে বাগডোগরার দিকে আসছে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাগডোগরার বিহার মোড় এলাকায় ওই মাদক কেনাবেচা বা লেনদেন করার কথা ছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে আগে থেকেই সতর্ক ছিল পুলিশ এবং অভিযুক্তের গতিবিধির ওপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছিল। অবশেষে মঙ্গলবার গভীর রাতে বাগডোগরার মুনি মোড় এলাকায় বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ওই যুবককে ঘিরে ফেলে এবং আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালানোর সময় ধৃতের ব্যাগ ও হেফাজত থেকে তিনটি আলাদা প্যাকেটে মোট ২৬৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদক বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ধৃত বাবুল হোসেনের বিরুদ্ধে কঠোর এনডিপিএস আইনে সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। পুলিশ এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং এই মাদকের উৎস কোথায়, তা খতিয়ে দেখতে জোরকদমে তদন্ত শুরু করেছে।

PUBLIC NOTICE
TO WHOM IT MAY CONCERN

Under instruction of my client Subrati Sangha Club O Pathagar, Panpara, P.S. - Kotwali, P.O.& Dist- Jalpaiguri vide registration no-37087 of 2015-2016, do hereby give this public notice, that one Srinath Chakraborty was the Recorded owner of L.R. Khatian no-242, Mouja - Kharia, Jalpaiguri, Sadar, L.R. Sheet no 94, L.R. Plot No. 161 the said Srinath Chakraborty transferred land measuring 1 katha 14 chotha 10 barga footh to my client vide registered deed no 1838 dated 15/03/1991 and handover the possession in favour of my client, my client thereafter constructed building and applied for municipal holding and municipality issued holding no in favour of my client and my client is a registered club, registered under the society registration act vide registration no 37087. My client now intended to mutate the land in their favour, if any authority or anybody has any claim over the said land shall raise objection before the under sign with in 15 days from the date of paper publication failing which no claim will entertained- Sayantony Lahiri, Advocate, Jalpaiguri Bar Association- Room No-1, P.O & District-Jalpaiguri, Pin-735101.

The Schedule land is butted and bounded by:-

North-Land of Lt. Biman Bose, East- Land of Lt. Bijan Bose, West- Muncipality Road and South-Muncipality Road.

Sd/-
SAYANTONY LAHIRI
Advocate

স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ

টেন্ডার নং.ঃ **C-Com-Signage-4-2026। তারিখ ঃ 13-11-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ৪টি রেলওয়ে স্টেশনে অর্থাৎ ডালখোলা-সামসি-কালিয়াগঞ্জ-জলপাইগুড়ি স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ বোর্ড-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা এবং দুই বছর ধরে এর রক্ষণাবেক্ষণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৩,৬২,২৩,৯১৫.১০ টাকা, **বায়নার মূল্যঃ** ৭,২৪,৫০০.০০ টাকা। ০৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় ই-টেন্ডার বন্ধ হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ওএইচই নবীকরণের কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৬-২৭-আরটি১ তারিখঃ ১৭-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এডিইএন/ইষ্ট/আলিপুরদুয়ার জংশনের অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়িতে এলসি গেট নং. এনএন-১০৫ এর পরিবর্তে নতুন আরওবির নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত ওএইচই নবীকরণ কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ১১,৬৬,৮৫৫.১৫/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ২৩,৩০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ০৮-১২-২০২৬** তারিখের **১৫.০০ ঘন্টায়** এবং **খোলা হবে ১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। ওপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস/
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

SRIBATI GRAM PANCHAYAT
P.O-SRIBATI DIST- PURBA BARDHAMAN

eTender Notice No. - SGP/15/16th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_5086966_1 Dated 18/11/2026
eTender Notice No. - SGP/15/16th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_5086966_2 Dated 18/11/2026
eTender Notice No. -SGP/15/16th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_5086966_3 Dated 18/11/2026
eTender Notice No.-SGP/15/16th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_5086966_4 Dated 18/11/2026
eTender Notice No. - SGP/15/16th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_5086966_5 Dated 18/11/2026
eTender Notice No. - SGP/15/16th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_5086966_6 Dated 18/11/2026

e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **18/11/2026 to 27/11/2026,** For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Assistant
Sribati Gram Panchayat

নোটিস

আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের, দালালদের এবং জনসাধারণকে জানাতে চাই যে আমরা বর্তমানে দুর্গাপুরে অবস্থিত আমাদের শাখা অফিস একতলা, তৃতীয় তল, ব্লক-বি, জে.কে. মিলেনিয়াম সেন্টার, **46** ডি চৌরঙ্গী রোড, **কোলকাতা - 700 071, পশ্চিম বঙ্গ** থেকে নীচে দেওয়া একটি নতুন হানে হানান্তরিত করছি। এই হানান্তরিত শাখাটি পরিষেবার জন্য 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে খোলা হবে। আপনাদের অনুরোধ যে আপনারা এটি নোট করে রাখুন এবং হানান্তরিত শাখা অফিসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.icicilombard.com দেখুন বা IL take care আপ ডাউনলোড করুন যাতে পুনর্নবীকরণ এবং দাবি সম্পর্কিত সহায়তা সহ আপনার পলিসির জন্য উপলব্ধ পরিষেবাগুলি উপলব্ধ করা যায়।

নতুন ঠিকানা (হানান্তরিত)
ষষ্ঠ তল, ব্লক-এ, এপিজয় হাউজ,
15, পার্ক স্ট্রীট, কোলকাতা - 700016,
পশ্চিম বঙ্গ।

পুরোনো ঠিকানা (বন্ধ)
তৃতীয় তল, ব্লক-বি, জে.কে. মিলেনিয়াম সেন্টার,
46 ডি চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা - 700071,
পশ্চিম বঙ্গ।

আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর জন্য
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়ে মনে রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICICI Lombard
GENERAL INSURANCE

কর্পোরেট ঠিকানা: আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড। আইসিআইসিআই লোম্বার্ড হাউজ, 414, পি. বালু মার্গ, অফ বীর সাভারকর মার্গ, প্রভাদেবী মন্দিরের কাছে, প্রভাদেবী, মুম্বই - 400 025। সীমা ছাদ অনুমোদের বিষয়। উপরে প্রদর্শিত ট্রেড লোগোটি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং নয়াদিল্লা জাস্টদিয়াল কর্পোরেশন-এর অন্তর্গত এবং আইসিআইসিআই প্রিডেন্সিয়াল লিমিটেড দ্বারা লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহার করা হয়। আইআরডিএ রেজি. নং. 115. • টোল ফ্রি নং. 1800 2666. ফ্যাক্স নং. 022 61961323. সিআইএন: L67200MH2000PLC129408. ওয়েব

ডিসি ছাড়ার পরের দিনই ব্যাটে জবাব পোড়েলের

অভিমন্যুর ঝড়, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দাপুটে জয় বাংলার

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৮ নভেম্বরঃ মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে আইপিএল ২০২৭-এর জন্য দলগুলি কোন প্লেয়ারদের ধরে রাখবে বা ছেড়ে দেবে, তার তালিকা। গত মরশুমে নজর কাড়ার পরেও বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলকে ধরে রাখেনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দল দিল্লি ক্যাপিটালস। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাট হাতে যেন সেটার জবাব দিলেন অভিষেক। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে খেললেন ঝোড়ো ইনিংস। ক্যাপ্টেন্স নক এল অভিমন্যু ঈশ্বরনের ব্যাট থেকেও। এই জুটিতে ভর করে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে সহজ জয় পেল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে ১৪৮ রান তোলে ঝাড়খণ্ড। জবাবে ৮ বল বাকি থাকতেই তিন উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেল বাংলা। শুরুটা ভালো করেও বড় রান তুলতে পারেনি ঝাড়খণ্ড। ওপেনে নেমে শিখর মোহন খেলেন ২৬ বলে ৪২ রানের ইনিংস। আর এক ওপেনার উৎকর্ষ সিং আউট হন ১৮ বলে ২৩ করে। দুই ওপেনার আউট হওয়ার পরেই ধস নামে ঝাড়খণ্ডের ইনিংসে। একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তারা। নজর কাড়তে পারেননি দলের ক্যাপ্টেন এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার অনুকূল রায়ও। ১৭ করেন তিনি। একটা প্রান্ত আগলে লড়াই চালিয়ে যান তিনে নামা বিরাট সিং। ৪৫ রানের লড়াকু ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৮ তোলে ঝাড়খণ্ড। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ঝাড়খণ্ডের ব্যাটারদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেননি বাংলার বোলাররা। দু'টি করে উইকেট নিয়েছেন মুকেশ কুমার, সায়ন ঘোষ এবং ঋষভ চৌধুরী। তবে আইপিএল-এ নতুন দল পেলেও এ দিন কোনও উইকেট পাননি মহম্মদ সামি। কম রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরতেই করণ লালের (১০) উইকেট হারায় বাংলা। এখান থেকে দলের হাল ধরেন অভিষেক পোড়েল ও অভিমন্যু ঈশ্বরন। আর ঘুরে তাকাতে হয়নি বাংলাকে। ৯২ রানের জুটি গড়েন দু'জনে। একটুর জন্য হাফ সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয় অভিষেকের। ৩৪ বলে ৪৯ রান করে আউট হন। চারে নেমে শাকির হাবিব গান্ধী ফেরেন ১৪ রানে। তবে বাকি কাজটা করে দেন ক্যাপ্টেন অভিমন্যু নিজেই। ৪৮ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি। ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কায় সাজানো ছিল এই ক্যাপ্টেন্স নক। ১১ রানে নট আউট থেকে তাঁকে সঙ্গ দেন যুবরাজ কেশওয়ানি। ১৮.৪ ওভারে ম্যাচ জিতে যায় বাংলা। প্রথম ম্যাচে কর্নাটকের কাছে হারার পরে চণ্ডীগড় ও ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে জিতে গেল বাংলা। তিন ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল।



বল বিকৃতি বিতর্কে সব পক্ষের কথা শুনবে অস্ট্রেলিয়া!

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ১৮ নভেম্বরঃ আট বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বল বিকৃতি কাণ্ডে তোলপাড় হয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেট। সেই বিতর্কের রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। এ বার সেই পুরনো বিতর্কের ইতি টানতে নতুন উদ্যোগ নিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ২০১৮ সালের সেই ঘটনায় জড়িত ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের বক্তব্য ফের শোনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এ জন্য একটি স্বাধীন কমিটিও গঠন করা হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দাবি, দীর্ঘ দিনের এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে এই উদ্যোগ। উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী 'সবর' প্রকাশের পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে বল বিকৃতি কাণ্ড। খোয়াজার দাবি, দলের প্রায় প্রত্যেকেই স্যান্ডপেপার ব্যবহারের বিষয়টি জানতেন। ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টের পর বল বিকৃতি কাণ্ডে স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে দোষী সাব্যস্ত করে নির্বাসিত করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেই তিন ক্রিকেটারকেই শাস্তি দিয়ে তখনকার মতো তদন্ত শেষ করা হয়েছিল। কিন্তু খোয়াজার সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে মিচেল মার্শ কোনও মন্তব্য করেননি। ডেভিড ওয়ার্নার অবশ্য খোয়াজার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। অন্য দিকে, মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্সের বক্তব্যে কোনও বদল আসেনি। তাঁদের দাবি, বল বিকৃতির জন্য স্যান্ডপেপার ব্যবহারের বিষয়ে বোলারদের কিছুই জানা ছিল না।

শামির পর গম্ভীরের কোপে সিরাজও?

টেস্ট সিরিজের আগে ইঙ্গিত ভারতের কোচের



সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ১৮ নভেম্বরঃ মহম্মদ শামির পর কি মহম্মদ সিরাজ? ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের কোপে আরও এক ভারতীয় পেসার? নিয়মিত পারফর্ম করার পরও শামিকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। শেষমেশ অবসর নিয়েছেন বাংলার পেসার। এবার কি সিরাজকেও সেই পথে ঠেলে দেওয়া হবে? কোনও কারণ ছাড়াই নীরবে সিরাজকে ওয়ানডে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার টেস্ট দলেও তাঁর জায়গা নিয়ে সংশয়। আর সেটার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন খোদ গম্ভীরের সহকারীই। ২০২৩ বিশ্বকাপে ভারতীয় বোলিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন শামি ও সিরাজ। ২০২৪-র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সিরাজ দলে ছিলেন। কিন্তু কখন যে সাদা বলের ক্রিকেট থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা বোঝাই যায়নি। এখন মাঝেমধ্যে ওয়ানডে'তে ডাকা হয়। তবে দলের আর নিয়মিত পেসার নন। আগামী বছর বিশ্বকাপেও সম্ভবত ডাক পাবেন না। এত কিছুর মধ্যে টেস্ট দলে নিয়মিত ছিলেন। জশপ্রীত বুমরাহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, হর্ষিত রানারা চোট-আঘাতের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। কিন্তু সিরাজের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন পড়েনি। তবে এত কিছুর পরও সম্ভবত টেস্ট দলে এখন আর জায়গা পাকা নয়। ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলকে প্রশ্ন করা হয়, সিরাজকে নিয়ে কী ভাবছে ম্যানেজমেন্ট? তাতে মর্কেল স্পষ্ট করে কিছু উত্তর দেননি। নিউজিল্যান্ডের আগে প্রথম টেস্টের আগে কিছুটা সাবধানী উত্তর দেন। তিনি জানান, সিরাজ বিশ্বমানের পারফর্মার। যখনই ও ভারতের জার্সি পরে মাঠে নেমেছে, ভালো খেলেছে। আমি হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে বলেছি, ''আমাদের দলে ২০ উইকেট নেওয়ার মতো শক্তি আছে। তবে দিনের শেষ সিদ্ধান্তটা শুভমানকেই নিতে হবে।'' আসলে গিল আগের দিনই বলেছেন, ভারতীয় দল চার পেসার নিয়ে মাঠে নামবে। সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়ানডে সিরিজে পেসাররা ভালো খেলেছে। ওয়ানডে সিরিজে গুর্নুর ব্রার, অংশুল কাম্বোজরা ভালো পারফর্ম করেছেন। আকাশ দীপের নামও বলেছেন, কারণ বাংলার পেসার ব্যাটও করতে পারেন। আর জশপ্রীত বুমরাহ তো 'অটোমেটিক চয়েজ'। তাহলে রইলেন বাকি কে? মহম্মদ সিরাজ। বাকি উত্তর ১৯ নভেম্বর সকালেই পাওয়া যাবে।

রিটেনশনেই খরচ হাজার কোটি! নিলামে এগিয়ে কেকেআর?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৮ নভেম্বরঃ ডিসেম্বরে আইপিএলের মেগা নিলাম। আর তার আগেই শুধু রিটেনশন পর্বেই ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলিয়ে খরচ করে ফেলেছে ১,০০২.০৫ কোটি টাকা! আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় নিলামের টেবিলে দশ দলের সম্মিলিত বাজেট বা পার্স পড়ে রয়েছে মাত্র ২৯৭.৯৫ কোটি টাকা। আগামী সিজনের জন্য দশ দল মিলিয়ে মোট ৬৬টি স্লট শূন্য রয়েছে, যার মধ্যে ২৫টি বিদেশি কোটা। ট্রেডিং উইন্ডোতে শেষ মুহূর্তের চমক হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দিয়েছেন মহম্মদ সামি ও এম সিদ্ধার্থ, আর তাঁদের জায়গায় স্যাম কারেন গেছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসে। এ ছাড়া, হায়দরাবাদ ছেড়ে গুজরাতে যোগ দিয়েছেন জোড়া পার্পল ক্যাপ জেতা হর্ষল প্যাটেল। সবচেয়ে বেশি ২২ জন খেলোয়াড়কে ধরে রেখেছে গুজরাত টাইটান্স, ফলে তাদের হাতে পড়ে রয়েছে মাত্র ৮.৭৫ কোটি টাকা। তাদের শূন্য স্লট মাত্র তিনটি। অন্যদিকে, বিদেশি খেলোয়াড় ধরে রাখার নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (৭ জন)। নিলামের টেবিলে সবচেয়ে বেশি বাজেট নিয়ে বসবে লখনউ সুপার জায়ান্টস। তাদের হাতে রয়েছে ৪৭.৪৫ কোটি টাকা। এরপর যথাক্রমে কেকেআর (৪১.৬৫ কোটি), সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (৪০.১৫ কোটি) এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের (৩৯.৫০ কোটি) পকেটে সবচেয়ে বেশি বাজেট। সব মিলিয়ে, নিলামের টেবিলে এবার সবচেয়ে বেশি দাপট দেখাতে পারে লখনউ এবং কেকেআর। তবে যাদের হাতে বাজেট কম, তাদের যে এবার খুব বুঝেশুনে পা ফেলতে হবে, তা স্পষ্ট।

সাফ-জয়ী ভারতকে 'গার্ড অফ অনার' পাকিস্তানের!

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৮ নভেম্বরঃ ক্রিকেট ময়দানে ভারত ও পাকিস্তান মানেই এখন সৌজন্যের অভাব এবং করমর্দনে তীব্র অনীহা। সেই বৈরী আবহে এক অন্য ছবি মেলে ধরল ফুটবল। ঢাকায় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত। আর এই লড়াইয়ের পর বিজয়ী দলকে মাঠেই দু'পাশে দাঁড়িয়ে 'গার্ড অফ অনার' দিলেন পাক ফুটবলাররা! যদিও অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বর্ণবিদ্বেষের শিকার দেশের জুনিয়র ব্রিগেড। তবে মাঠের লড়াইয়ে চার গোলে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে তার মোক্ষম জবাব দিল ব্লু-কোল্টসরা। এই নিয়ে টানা দশবারের জন্য সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করল ভারত।

কোস্টা রিকার জালে আর্জেন্টিনার ৭ গোল

সংবাদ সংস্থা, কর্ডোবা, ১৮ নভেম্বরঃ কর্ডোবায় ভারতীয় সময় বুধবার সকালের প্রীতি ম্যাচে ৭-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। জোড়া গোল করেছেন হুলিয়ান আলভারেজ, নিকো পাহ ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। অন্য গোলটি করেছেন আলেক্সিস মাক আলিস্তের। ঘরের মাঠে পঞ্চম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। আলভারেজের কাছ থেকে বল পেয়ে ডি বক্সে ঢুকে গতিময় শট একটুর জন্য লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এলো ফার্নান্দেজ। তিন মিনিট পর এগিয়ে যায় প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ফার্নান্দেজকে বল বাড়িয়ে ডি বক্সে জায়গা করে নেন আলভারেজ। কাট ব্যাকে তাকে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন ম্যানচেস্টার সিটি মিডফিল্ডার। তবে মাঝপথে বল ধরে আড়াআড়ি শটে জাল খুঁজে নেন পাহ। ১৮তম মিনিটে নিজেদের প্রথম সুযোগ পায় কোস্টা রিকা। জেরাল্ড টেইলরের ক্রসে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে জসিমার মেন্দেসের শট চমৎকার রিফ্লেক্সে হাত বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দেন চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ২৯তম



মিনিটে ডি বক্স থেকে দূরের পোস্টে আড়াআড়ি শট একটুর জন্য লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রোমান ভেগা। নষ্ট হয় আর্জেন্টিনার আরেকটি সুযোগ। ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলভারেজ। আগুস্তিন জিয়াইয়ের কাট ব্যাকে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে প্রথম স্পর্শে জাল খুঁজে নেন আতলেতিকো মাদ্রিদ স্ট্রাইকার। টানা দুই ম্যাচে গোল পেলেন তিনি। ৩৭তম মিনিটে জানলুকা প্রেস্তিয়ান্নির গতিময় শট ফেরে পোস্টে কাঁপিয়ে। পরের মিনিটে স্কোর লাইন ৩-০ করে ফেলেন পাহ। মাক্সিমো পেরোনের কাছ থেকে বল পেয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন ছন্দে থাকা কোমো মিডফিল্ডার। কোনো সুযোগই ছিল না গোলরক্ষকের। ৪৩তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান আলভারেজ। প্রেস্তিয়ান্নির কাছ থেকে ডি বক্সে বল পেয়ে সামনে থাকা ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই স্কোর লাইন ৫-০ করে ফেলেন পাহয়ের জায়গায় বদলি নামা মাস্তানতুয়োনো। পেরোনের কাছ থেকে বল পেয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। কাছেই থাকলেও প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি করায় বলের নাগাল পাননি গোলরক্ষক। ৬০তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আলভারেজের বদলি নামা হোসে মানুয়েল লোপেজ। ৭৮তম মিনিটে জাল খুঁজে নেন মাক আলিস্তের। ডি বক্স বল পেয়ে জায়গা করে নিয়ে গতিময় শটে দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন লিভারপুল মিডফিল্ডার। ৮৮তম মিনিটে দলের সপ্তম গোলটি করেন মাস্তানতুয়োনো। জুলিয়ানো সিমেওনের কাছ থেকে বল পেয়ে ডি বক্সের মাথা থেকে জার খুঁজে নেন তিনি। বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। হতাশায় নুয়ে পড়েন কোস্টা রিকার ফুটবলাররা।

খাদের কিনারা থেকে হলান্ডের জোড়া গোলে শেষ আটে নরওয়ে

সংবাদ সংস্থা, কোপেনহেগেন, ১৮ নভেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে ৩-২ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে নরওয়ে। জোড়া গোল করে আরও একবার দলের নায়ক হলান্ড। ডেনমার্কের বিপক্ষে প্রথম লেগেও একই ব্যবধানে জিতেছিল নরওয়ে। ছয় ম্যাচে এই দুই দলের পয়েন্ট সমান ৯, মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ নরওয়ে। একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা পর্তুগাল। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে ওয়েলস। নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার আগেই, তিন মিনিটের মধ্যে দুই গোল হজম করে বসে নরওয়ে। একাদশ মিনিটে রাসমুস হয়লুন ডেনমার্ককে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান পিয়ের-এমিল হয়বিয়া। সেই ধাক্কা সামলে আক্রমণে জোর দেয় গত বিশ্বকাপে কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলা নরওয়ে। ৩১তম মিনিটে প্রথম জালে বল পাঠান হলান্ড, কিন্তু ভিএআরে সেটা বাতিল হয়ে যায়। তার হাতে বল লেগেছিল। ছয় মিনিট পরই অবশ্য একটি গোল শোধ করে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা জাগায় নরওয়ে। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের হাস্যকর ভুলে গোললাইনের সামনে একদম ফাঁকায় বল পেয়ে যান হলান্ড। জোরাল শটে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সহজ গোলগুলোর একটি করেন ম্যানচেস্টার সিটি তারকা। চাপ ধরে রেখে ৭৪তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল পাওয়ার খুব কাছাকাছি যায় নরওয়ে। কিন্তু এবার ভাগ্য সহায় হয়নি তাদের দুরূহ কোণ থেকে ক্রিস্তোফের আয়ের শট পোস্টে লাগে। অনেক চেষ্টার পর ৮৩তম মিনিটে নরওয়ে সমতায় ফিরতে পারে, এবং এই গোলটিও তারা পায় প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দুর্বলতায়। আন্দ্রেয়াস শেলদেরিপের শট পোস্টে লেগে ফেরার পর, ফাঁকায় পেয়ে শট নেন ওদেগোর। ঝাঁপিয়ে সেটা আটকালেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি গোলরক্ষক, বল গড়িয়ে গোললাইন পেরিয়ে যায়। চার মিনিট যোগ করা সময়ের শেষদিকে ডেনমার্কের ডি-বক্সে তাদের ডিফেন্ডার ইওয়াখিম অ্যান্ডারসনের হাতে বল লাগলে পেনাল্টি পায় নরওয়ে। আর দারুণ স্পট কিকে দলকে পরের ধাপের টিকেট পাইয়ে দেন হলান্ড। জাতীয় দলের হয়ে হলান্ডের গোল হলো ৬৮টি, ৬১ ম্যাচে।



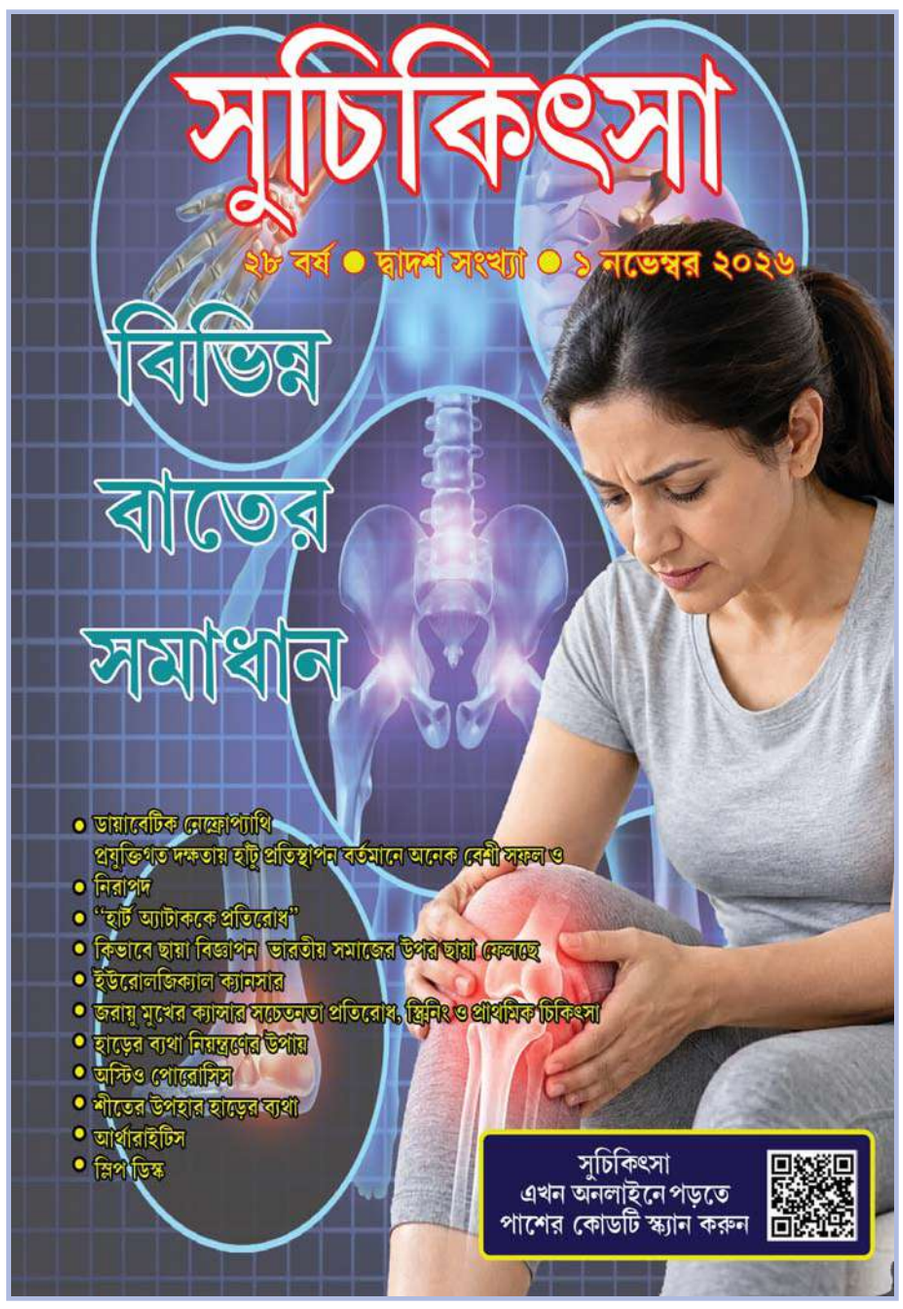
৫ গোলের লড়াইয়ে পর্তুগালকে জেতালেন নতুন ৭ নম্বর

লড়াই হলো জমাজমাট। প্রথমার্ধে গোল হলো চারটি। তাতে দুই দলই একবার করে এগিয়ে গেল, কিন্তু ব্যবধান ধরে রাখতে পারল না কেউ। বিরতির পর বদলি নেমে ব্যবধান গড়ে দিলেন কার্লোস ফর্বস। বেশ কিছুটা সময় একজন কম নিয়ে খেলেও জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ল পর্তুগাল।

সংবাদ সংস্থা, কার্ডিফ, ১৮ নভেম্বরঃ কার্ডিফ সিটি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে উয়েফা নেশন্স লিগে ওয়েলসের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতেছে পর্তুগাল। ৭৪ মিনিট থেকে ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে জয়ীদের। ব্রুনো ফার্নান্দেজ পর্তুগালকে এগিয়ে নেওয়ার পরপরই সমতা টানেন ডেভিড ব্রুকস। প্রথমার্ধের শেষ দিকে সোর্বা টমাসের গোলে ওয়েলস এগিয়ে যাওয়ার পর, সমতা ফেরান পেদ্রো নেতো, যিনি পরে দেখেন লাল কার্ড। ওই ঘটনার একটু আগে জয়সূচক গোলটি করেন ফর্বস। ২২ বছর বয়সি এই উইঙ্গারের প্রথম আন্তর্জাতিক গোল এটি। পর্তুগাল জাতীয় দল থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অবসরের পর মহাতারকার আইকনিক ৭ নম্বর জার্সি পেয়েছেন ফর্বস। রোনাল্ডোর বিদায়ের পর প্রথম ম্যাচে গত শনিবার ঘরের মাঠে ডেনমার্কের কাছে ৪-১ গোলে হারে পর্তুগাল। তাদের ওই হার 'প্রাপ্য ছিল' মন্তব্য করে রোনাল্ডোর মা অভিযোগ করেন, জাতীয় দল থেকে বিদায়ের আগে তার ছেলের সঙ্গে 'প্রতারণা' করা হয়েছিল। রোনাল্ডোর মায়ের মন্তব্য নিয়ে ওয়েলস ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের মুখে পানে পর্তুগাল কোচ জর্জে জেজুস। কোচের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জেরেই মূলত জাতীয় দল ছাড়েন ৪১ বছর বয়সি রোনাল্ডো। সমালোচনার মুখে থাকা জেজুসের জন্য স্বস্তি হয়ে এলো এই জয়। এতে গ্রুপ সেরাও হলো আগেই কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠা দলটি। 'এ' লিগের চার নম্বর গ্রুপে ছয় ম্যাচে পাঁচ জয়ে পর্তুগিজদের ১৫ পয়েন্ট। একই সময়ে আরেক ম্যাচে ডেনমার্কের বিপক্ষে শুরুতে দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও,



নাটকীয় লড়াইয়ে ৩-২ ব্যবধানে জিতে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে নরওয়ে। এই দুই দলের সমান ৯ পয়েন্ট হলেও, মুখোমুখি লড়াইয়ে নরওয়ে এগিয়ে। ছয় ম্যাচের পাঁচটিই হারা ওয়েলস হয়েছে চতুর্থ। একাদশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগেই এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ওয়েলসের বক্সের বাইরে জুয়াও নেভ্স প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নিয়ে খুঁজে নেন ব্রুনো ফার্নান্দেজকে। জোরাল শটে বাকিটা সারেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক। জবাব দিতে একদমই সময় নেয়নি ওয়েলস। ত্রয়োদশ মিনিটে রুবিন কলউইলের পাস ধরে বক্সে ঢুকে হ্যারি উইলসনের নেওয়া শট ঠেকান পর্তুগাল গোলরক্ষক। আবার বল পেয়ে কলউইল বাড়ান পেনাল্টি স্পটের দিকে ডেভিড ব্রুকসের কাছে, ভুল করেননি ২৯ বছর বয়সি এই উইঙ্গার। ২১তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ হারান পর্তুগালের ফ্রান্সিস্কু ত্রিনকাউ। কাছ থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। ৩০তম মিনিটে উইলসনের শট ঠেকান পর্তুগাল গোলরক্ষক। ৪০তম মিনিটে এগিয়ে যায় ওয়েলস। নিজেদের অর্ধ থেকে ব্রুকসের পাস ধরে, বাঁ দিক দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন টমাস। এবার পর্তুগাল জবাব দেয় দ্রুত। ৪৩তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে ত্রিনকাউয়ের ক্রসে দূরের পোস্টে ভলিতে বল জালে পাঠান অরক্ষিত পেদ্রো নেতো। প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে হতে পারত দর্শনীয় গোল। পর্তুগাল গোলরক্ষককে পোস্ট ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে থাকায় মাঝমাঠ থেকে শট করেন উইলসন। ওপরের জাল ঘেঁষে বেরিয়ে যায় বল। ৫৯তম মিনিটে আবার গোল পেতে পারতেন নেতো, কিন্তু চেলসি উইঙ্গারের শট পোস্টে লাগে। ৬৮তম মিনিটে সুযোগ পায় ওয়েলস, দূরের পোস্টে বেন কাবাঙ্গোর হেড ঝাঁপিয়ে পড়ে দারুণভাবে রুখে দেন দিয়োগো কস্তা। ৭০তম মিনিটে চমৎকার গোলে পর্তুগালকে এগিয়ে নেন ফর্বস। ৫৯তম মিনিটে ত্রিনকাউয়ের বদলি নামা এই খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের ভুলে বল পান ডান দিকে। বক্সে ঢুকে এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে বাঁ পায়ের নিচু শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ওই গোলের তিন মিনিট পর বাজে একটি ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন নেতো, তবে বাকি সময়ে বিপদ হতে দেয়নি তার সতীর্থরা।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com